Islami Ain O Bichar | ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
Vol. 22, Issue: 86 | submission: 2026-03-06
April-June, 2026 | Published : 2026-07-25
DOI: 10.58666/iab.v22i86.345

# Effectiveness of Islamic and Conventional Laws in Crime Prevention: A Comparative Review

Noor Mohammad*


## Abstract

*Human character possesses both good and evil behavioral tendencies. When evil tendencies dominate, a criminal mindset develops. Crime, in turn, poses a threat to the order of society and the state. To mitigate this threat, Allah has imposed rules of what to enjoin and what to forbid throughout the ages. For the followers of the final and greatest Prophet, Muhammad (PBUH), specific laws and regulations have been ordained by Allah and His Messenger (PBUH). Although various laws have been enacted in Bangladesh following the conventional social and state systems, the desired success in crime prevention has not yet been achieved. Behind this failure to curb crime lie various factors, including the lack of the rule of law, as well as political and administrative interference. Conversely, a review of the period following the advent of Islam in the crime-prone Jahiliyyah (pre-Islamic) society reveals that wherever Islamic teachings were followed and Islamic law was implemented, unprecedented success in crime prevention was achieved. A primary reason for this success is that Islam emphasizes the formation of a crime-averse generation by awakening religious values. Under these circumstances, one of the main objectives of this article is to determine a methodology for crime control through a comparative review of various aspects of Islamic and conventional laws.*


**Keywords :** Crime, Islamic Law, Conventional Law, Success, Failure

# অপরাধ দমনে ইসলামী ও প্রচলিত আইনের কার্যকারিতা: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা


## সারসংক্ষেপ

*মানুষের চরিত্রে ভালো-মন্দ উভয় ধরনের কর্মপ্রবণতা রয়েছে। মন্দ কর্মপ্রবণতা শক্তিশালী হলে অপরাধের মানসিকতা সৃষ্টি হয়। আর অপরাধ সমাজ ও রাষ্ট্রের শৃঙ্খলার জন্য হুমকি। এ হুমকি নিরসনে যুগে যুগে আল্লাহ তাআলা পালনীয় ও বর্জনীয় বিধি-*


* Dr. Noor Mohammad is an Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Bangladesh Air Force Shaheen College, Chattogram, E-mail: noormohammad.cu@gmail.com





*বিধান আরোপ করেছেন। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মতের জন্য আল্লাহ ও রাসূল ﷺ কর্তৃক বিভিন্ন বিধি-বিধান দেয়া হয়েছে। প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার অনুসরণে বাংলাদেশে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করা হলেও অপরাধ দমনে এখনও প্রত্যাশিত সফলতা আসেনি। অপরাধ দমনে এ ব্যর্থতার পেছনে আইনের শাসনের অভাব, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক হস্তক্ষেপসহ নানাবিধ কারণ বিদ্যমান। পক্ষান্তরে অপরাধপ্রবণ জাহিলি সমাজে ইসলামের যাত্রা পরবর্তী সময় পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যেখানেই ইসলামের শিক্ষা অনুসৃত হয়েছে এবং ইসলামী আইন বাস্তবায়িত হয়েছে সেখানে অপরাধ দমনে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এ সাফল্যের অন্যতম কারণ হলো, ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করার মাধ্যমে অপরাধবিমুখ প্রজন্ম গঠনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে ইসলামে। এমতাবস্থায় ইসলামী ও প্রচলিত আইনের বিভিন্ন দিক তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে অপরাধ নিয়ন্ত্রণের একটি কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা এ প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য।*


**মূলশব্দ:** অপরাধ, ইসলামী আইন, প্রচলিত আইন, সফলতা, ব্যর্থতা

## ভূমিকা

অপরাধ প্রাচীন ও বৈশ্বিক একটি সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানে যুগে যুগে বিভিন্ন সমাজ ও রাষ্ট্রে আইন প্রণীত হয়েছে। তবে ইসলামী আইন অনুযায়ী পরিচালিত সময়ের মতো অপরাধের নিম্নমুখী হার প্রচলিত আইনের অধীন সময়ে পরিলক্ষিত হয়নি।বাংলাদেশের অধিকাংশ আইন ইংরেজদের প্রণীত কিংবা বৃটিশ আইনের কাঠামোবদ্ধ হওয়ায় এদেশের আইন প্রণয়নে ইসলামের প্রতিফলন ঘটেনি। বিশেষত ফৌজদারি আইনে ইসলামী দণ্ডবিধির মৌলিক দিকগুলো একেবারেই উপেক্ষিত। এছাড়াও প্রচলিত আইনের বিভিন্ন ত্রুটি ও আইন প্রয়োগে দুর্বলতার কারণে বাংলাদেশে অপরাধের হার ক্রমশ উর্ধ্বমুখী। প্রচলিত আইনে ফলপ্রসূ বিভিন্ন ধারা থাকা সত্ত্বেও আইনের শাসনের অভাব, আইন ও বিচার বিভাগের নানা দুর্বলতা, মাদক, বেকারত্ব, জনঘনত্ব, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশে অপরাধপ্রবণতা এখনও পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসেনি। আইন ও বিচার বিভাগে রাজনৈতিক প্রভাব এবং প্রশাসনিক নানা সীমাবদ্ধতাও অপরাধ দমনে প্রচলিত আইনে সফলতা লাভের পথে অন্তরায়। অন্যদিকে ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন জাতি গঠনের সাথে সাথে ভারসাম্যপূর্ণ আইন প্রণয়ন ও অপরাধীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনার মাধ্যমে অপরাধ নিয়ন্ত্রণের কৌশল নির্ধারণ করে ইসলামী আইন।ব্যক্তি পর্যায়ে তাকওয়ার ওপর জোর দেওয়ার পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অপরাধ দমনের প্রয়াস চালায় ইসলাম। ফলে অপরাধ দমনে প্রত্যাশিত সুফল পাওয়া গেছে ইসলামী আইনের ভিত্তিতে পরিচালিত সোনালি যুগে। অপরাধ দমনে উভয় আইনের কার্যকরিতার একটি চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি ইসলামী আইনের সফলতার রহস্য ও প্রচলিত আইনের সীমাবদ্ধতার কারণ অনুসন্ধান করে একটি পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে এ প্রবন্ধে। উভয় আইনের তুলনামূলক আলোচনায় ইসলামী আইনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, প্রচলিত আইন পুরোপুরি ব্যর্থ;

বরং প্রচলিত আইন বাস্তবায়নে যেসব সীমাবদ্ধতা রয়েছে তা নিরসন করতে পারলে এবং জনগণের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করতে সক্ষম হলে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে আসার অবারিত সুযোগ রয়েছে।

**গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি**

বাংলাদেশে অপরাধ নির্মূলে বিভিন্ন আইন থাকা সত্ত্বেও ক্রমবর্ধমান অপরাধ প্রবণতা জনমনে উদ্বেগ সৃষ্টি করে। এমতাবস্থায় প্রচলিত আইনে অপরাধ দমনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার কারণ চিহ্নিত করা সময়ের দাবি। অনুরূপভাবে ইসলামী আইনের অধীন সময়কার অপরাধের নিম্নগামিতার রহস্য জানাও প্রয়োজন। অপরাধ দমনে উভয় আইনের কার্যকরিতা নিয়ে অনুসন্ধান করাই আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। অপরাধ একটি বৈশ্বিক সমস্যা বিধায় এর পরিধিও অত্যন্ত ব্যাপক। তবে এ প্রবন্ধে গবেষণার পরিধি হলো, বাংলাদেশে সংঘটিত গুরুতর অপরাধসমূহ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশে প্রচলিত আইনের অকার্যকারিতার কারণ অনুসন্ধান। অনুরূপভাবে এসব অপরাধ নিয়ন্ত্রণে নববী যুগ ও খিলাফাতে রাশেদার সময় ইসলামী আইন কীভাবে ভূমিকা পালন করেছে তা পর্যালোচনা করা। তবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সমকালীন কিছু মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামী আইনের কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

**গবেষণা পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু**

প্রবন্ধটি রচনায় গবেষণায় স্বীকৃত কেস স্টাডি, লিটারেচার সার্ভে ও তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রবন্ধের প্রথম অংশে কেস স্টাডি পদ্ধতিতে বাংলাদেশে সংঘটিত অপরাধ বিষয়ক কিছু ঘটনা পর্যালোচনা করা হয়েছে। এসব ঘটনায় পুরো দেশের চিত্র বোঝা না গেলেও এটি স্পষ্ট হয় যে, আইনের দুর্বলতা কিংবা যথোপযুক্ত প্রয়োগ না ঘটায় এসব অপরাধী সংশোধন হওয়ার পরিবর্তে একই অপরাধে আবার জড়িয়ে পড়ছে। একই অংশে গবেষণার আওতাভুক্ত ইসলামের সোনালি যুগে অপরাধের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তবে তদানীন্তন সময়ে অপরাধের পরিসংখ্যান নথিভুক্ত করার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় সংখ্যাতাত্ত্বিক বর্ণনা সম্ভব হয়নি। প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন আইন থাকা সত্ত্বেও অপরাধ দমনে প্রত্যাশিত ফল অর্জিত না হওয়ার কারণ অনুসন্ধানপূর্বক তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে লিটারেচার সার্ভে পদ্ধতিতে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার প্রতিবেদনের পাশাপাশি পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য-উপাত্তের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। প্রবন্ধের তৃতীয় অংশে ইসলামী আইনের সেসব পদক্ষেপ পর্যালোচনা করা হয়েছে, যা অনুসরণের ফলে অপরাধপ্রবণ জাহিলি সমাজ পৃথিবীর সবচেয়ে সভ্য ও অপরাধমুক্ত সমাজে পরিণত হয়। এ প্রবন্ধে তুলনামূলক আলোচনার প্রধান ভিত্তি হলো, অপরাধ নিয়ন্ত্রণে উভয় আইনের কার্যকারিতা। এক্ষেত্রে অপরাধ প্রবণতার ঊর্ধ্বগতি কিংবা নিম্নগামিতাকে আইনের কার্যকরিতা পরিমাপের সূচক হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।



**সাহিত্য পর্যালোচনা ও গবেষণার যৌক্তিকতা**

গবেষণাসংশ্লিষ্ট রচনাকর্মকে প্রচলিত ও ইসলামী আইন এ দুই ভিত্তিতে আলোচনা করা যায়। যথা:

**(ক) প্রচলিত আইনের ভিত্তিতে রচিত গ্রন্থাবলি**

প্রচলিত আইনের ভিত্তিতে রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, প্রফেসর ড. বোরহান উদ্দিন খান ও মনজুর কাদের প্রণীত 'অপরাধ বিজ্ঞান পরিচিতি' (২০১৪), প্রখ্যাত আইনজ্ঞ গাজী শামছুর রহমান রচিত 'অপরাধবিদ্যা' (২০১৬), এম. এ. হামজা হোসেন রচিত 'ক্রিমিনলজি' (২০১৯), শেখ হাফিজুর রহমান রচিত Theoretical and Applied Criminology (2011) এবং রিজভি আহমেদ রচিত Theory and Practice of Criminology Bangladesh Perspective (2021).

উপর্যুক্ত গ্রন্থাবলির বিষয়বস্তু প্রায় একই ধরনের। এসব গ্রন্থে অপরাধের কারণ নির্ণয়ে বিভিন্ন মতবাদ, অপরাধ দমনে শাস্তির ভূমিকা, বাংলাদেশে অপরাধের গতি-প্রকৃতি এবং অপরাধ দমনে আইনি পদক্ষেপ নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তবে অপরাধ দমনে প্রচলিত আইনে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জিত না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়নি। তাছাড়া প্রচলিত আইন ও মতবাদের ওপর ভিত্তি করে রচিত বিধায় এসব গ্রন্থে অপরাধ দমনে ইসলামী আইনের কার্যকরিতা এবং উভয় আইনের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়নি।

**(খ) ইসলামী আইনের ভিত্তিতে রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলি**

অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলামী আইনের রূপরেখা তুলে ধরে বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন মাওলানা আব্দুর রহীম (রহ.)। তাঁর রচিত 'অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম' (১৯৯১) গ্রন্থে শাস্তির বিধান উল্লেখের পাশাপাশি অপরাধ দমনে ইসলামী আইনের দর্শন, কার্যকারিতা এবং বিভিন্ন পদক্ষেপের বর্ণনা স্থান পেয়েছে; তবে এ গ্রন্থে প্রচলিত বিভিন্ন আইনের সাথে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়নি।

বাংলাদেশের বিজ্ঞ ফকীহ ও আইনবিদগণের সমন্বয়ে ১৯৯৬ সালে 'বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন' নামে একটি আইনি সংকলন প্রকাশ করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। এতে অন্যান্য আইনের পাশাপাশি বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি দলীল সহকারে লিপিবদ্ধ হলেও এসব শাস্তি অপরাধ দমনে কার্যকর ভূমিকা পালনের উদাহরণ এবং প্রচলিত আইনের দুর্বলতার দিকসমূহ আলোচনা করা হয়নি।

প্রফেসর ড. আহমদ আলী রচিত 'ইসলামের শাস্তি আইন' (২০১৫) অপরাধ দমনে ইসলামী আইন বিষয়ে বাংলা ভাষায় রচিত একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থের বিশেষত্ব হলো, অপরাধ ও অপরাধী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অবস্থার দিক বিবেচনায় শাস্তির বিধান ইমামদের মতামতসহ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে আলোচনা করা হয়েছে। শাস্তির উদ্দেশ্য, প্রয়োগের শর্ত, রহিত হওয়ার অবস্থা ও প্রকৃতি বর্ণিত হয়েছে। তবে প্রচলিত আইনের

সাথে তুলনামূলক আলোচনা স্থান পেলে অপরাধ দমনে ইসলামী ও প্রচলিত আইনের কার্যকরিতা সম্পর্কে জানতে আগ্রহীরা একই গ্রন্থে তাদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হত।

Crime Prevention in Islam (2014) এটি একটি প্রবন্ধ সংকলন। ১৯৭৬ সালে সৌদি আরবের রিয়াদে অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে উপস্থাপিত ছয়টি প্রবন্ধ নিয়ে সংকলনটি প্রকাশ করে বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার। প্রবন্ধসমূহ সৌদি আরবে অপরাধ দমনে ইসলামী আইনের কার্যকরিতা নিয়ে প্রণীত হওয়ায় এতে বাংলাদেশে অপরাধ দমনের কোনো চিত্র ফুটে ওঠেনি।

ইসলামী দণ্ডবিধি (২০১২)। এটি একটি অনূদিত গ্রন্থ। এ গ্রন্থের অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো ইসলামী দণ্ডবিধি কীভাবে সব যুগের জন্য, সব স্থানের জন্য কল্যাণকর ও বাস্তবভিত্তিক এবং সময়ের বিবর্তনেও ইসলামী আইন কীভাবে কার্যকর ও স্থায়িত্ব লাভ করতে সক্ষম তার বর্ণনা। গ্রন্থটি মিশরের প্রেক্ষাপটে রচিত বিধায় এ গ্রন্থেও বাংলাদেশে প্রচলিত আইনের সাথে তুলনামূলক চিত্র স্থান পায়নি।

অপরাধ দমনে ইসলামী ও প্রচলিত আইন বিষয়ক উপর্যুক্ত গ্রন্থাবলি পর্যালোচনায় একথা স্পষ্ট হয় যে, এসব গ্রন্থে স্বতন্ত্রভাবে সংশ্লিষ্ট আইনের বিভিন্ন দিক ও কার্যকরিতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে উভয় আইনের মধ্যকার তুলনামূলক আলোচনা করা হয়নি কোনো গ্রন্থে। কিছু গবেষণা প্রবন্ধে নির্দিষ্ট কোনো অপরাধ দমনে ইসলামী ও প্রচলিত আইনের তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হলেও সামগ্রিকভাবে অপরাধ দমনে সফলতা লাভের কৌশল কিংবা ব্যর্থতার কারণ চিত্রায়িত হয়নি। এমতাবস্থায় অপরাধ দমনে ইসলামী ও প্রচলিত আইনের কার্যকারিতা নিয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ লক্ষ্যে প্রণীত আলোচ্য প্রবন্ধে ইসলামী ও প্রচলিত আইনের অধীন সময়কার অপরাধের চিত্র পর্যালোচনা করে সফলতা ও ব্যর্থতার কারণ উদঘাটন করা হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, এ প্রবন্ধটি বিষয়সংশ্লিষ্ট গবেষণার পূর্ণতা প্রদানে এবং গবেষণা-শূন্যতা পূরণে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করবে।

## অপরাধ দমনে ইসলামী ও প্রচলিত আইনের কার্যকারিতা

বাংলাদেশে প্রচলিত আইনে অপরাধ দমনে বিভিন্ন বিধান রয়েছে। এতদসত্ত্বেও একই ব্যক্তির বারবার অপরাধে জড়িয়ে পড়া কিংবা অপরাধ করার পরও বেপরোয়া আচরণ ইত্যাদি ঘটনা উক্ত আইনের কার্যকরিতা নিয়ে সচেতন মহলকে ভাবিয়ে তোলে। পক্ষান্তরে ইসলামী আইনে পরিচালিত যুগে কোনো ব্যক্তি ভুলবশত অপরাধে লিপ্ত হলেও পরক্ষণে নিজেকে আইনের কাছে সোপর্দ করা এবং অনুতপ্ত হওয়ার মতো ঘটনা জনগণের উপর উক্ত আইনের প্রভাবকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এতদসংক্রান্ত কিছু ঘটনা নিম্নরূপ:

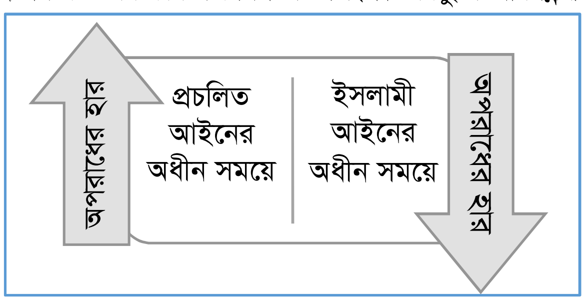




### ১.১ প্রচলিত আইনের অধীন সময়ে অপরাধের খণ্ডচিত্র

**কেস স্টাডি (১) : একই ব্যক্তির ৬ বছরে ১০ খুন**

নওগাঁ জেলার রাণীনগর উপজেলার হরিশপুর গ্রামের বাবু শেখ ওরফে কালু। পঞ্চাশোর্ধ্ব এই খুনি বেশির ভাগ খুনই করেছেন রাতের বেলায় এবং ঠাণ্ডা মাথায়। এভাবে ৬ বছরে করেছেন ১০ খুন। তাঁর শিকার হয়েছে ১ শিশু ও ৯ নারী। নিহতদের পাঁচজনকে হত্যার আগে ধর্ষণও করেছেন তিনি। এসব ঘটনার মধ্যে এক মাসে ৩ খুন এমনকি এক রাতে ২ খুনের ঘটনাও রয়েছে।[১]

**কেস স্টাডি (২) : ছিঁচকে চোর থেকে সিরিয়াল কিলার**

চাঁদপুর সদরের মদনা গ্রামের ছিঁচকে চোর রসু খাঁ ভালোবাসায় ব্যর্থ হয়ে এক সময় সিরিয়াল কিলারে পরিণত হন। ২০০৯ সালের ৭ অক্টোবর ওই গ্রামে মসজিদের ফ্যান চুরির মামলায় পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর এক এক করে তার লোহমর্ষক হত্যাকাণ্ডের চিত্র বেরিয়ে আসে। রসু খাঁ নিজের মুখে স্বীকার করেন ১১ নারী হত্যার কথা। টার্গেট ছিল ১০১টি হত্যাকাণ্ড ঘটানোর।[২]

**কেস স্টাডি (৩) : ৫০০ চুরির সাথে জড়িত এক ইউপি সদস্য**

পুলিশের ভাষ্যমতে, মাদারীপুরের শিরখারা ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য আজিজুল হক ফকির ঢাকায় অন্তত ৫০০ চুরির সাথে জড়িত। চুরির সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করার পর এক সংবাদ সম্মেলনে এমন তথ্য তুলে ধরেন ঢাকা মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার (ক্রাইম) হাফিজ আকতার।[৩]

**কেস স্টাডি (৪) : আবু বকরকে কেউ খুন করেনি!**

২০১০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাতে দুই পক্ষের সংঘর্ষের সময় নিহত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র আবু বকর। ২০১৭ সালের ৭ মে প্রদত্ত এ মামলার রায়ে সব আসামিই বেকসুর খালাস পায়। পত্রিকান্তরে প্রকাশ, অভিযুক্তরা সরকারদলীয় এবং তদন্ত কর্মকর্তার দুর্বল প্রতিবেদনের কারণেই এ ধরনের খুনের ঘটনার পরও সুবিচার পায়নি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার।[৪]

---

1. "Serial killer Babo Seikh 6 bachore karesen 10 khoon", *Daily Prothom Alo*, November 17, 2019, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/নাটোরের-'সিরিয়াল-কিলার' -৬-বছরে-করেছেন-১০-খুন
2. "Cromic khooni rashu Kha'r mrituudando bohal", *Daily Prothom Alo*, July 09, 2024, https://www.prothomalo.com/bangladesh/y7ochewa85
3. bdnews24.com, "dhakay chor koto? policer talikay 4 hajar", https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/f69wsjjflo, September 22, 2022
4. "Abu bakrk kew khoon kareni?", *Daily Prothom Alo*, January 26, 2018, https://www.prothomalo.com/bangladesh/আবু-বকরকে-কেউ-খুন-করেনি

### কেস স্টাডি (৫) : অপরাধীর বেপরোয়া আচরণ

১৯৯৮ সালের আগস্টের শুরুতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তৎকালীন সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠন ক্যাম্পাসে আনন্দ উৎসব ও পার্টির আয়োজন করে। কেক কাটা, মিষ্টি বিতরণ, ককটেল ফাটিয়ে রীতিমতো চোখ ধাঁধানো উৎসব! কিন্তু সাধারণ ছাত্ররা কেউ জানে না তাদের এ উৎসবের উপলক্ষ্য কী! পরে জানা গেল তা ছিল 'মানিক' নামক তাদের এক ছাত্রনেতার ধর্ষণে সেঞ্চুরি উদ্‌যাপন! নজিরবিহীন এ ঘটনায় সাধারণ ছাত্র-শিক্ষক হতভম্ব ও উত্তেজিত হয়ে পড়েন। দুই-একজন শিক্ষক মুখ খুললেও কোনো পত্রিকা এ খবর ছাপানোর সাহস দেখায়নি। ১৭ আগস্ট ১৯৯৮ সর্বপ্রথম জাবির এ ঘটনা নিয়ে প্রথম রিপোর্ট করে '*দৈনিক মানবজমিন*'।[৫]

### কেস স্টাডি (৬) : দশম বার ইয়াবা নিয়ে ধরা খেলেন মাদক ব্যবসায়ী

পরপর নয়বার মাদক নিয়ে ধরা খেয়ে জেলে গিয়েছিলেন মো. জামাল উদ্দিন (৪০)। প্রতিবারই জামিনে এসে আবারও মাদক ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন তিনি। পুলিশের ভাষ্যমতে, ২০১৬ সালে জামাল উদ্দিন মাদক বিক্রির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং ২০২২ সালের ০১ নভেম্বর দশমবারের মতো মাদক নিয়ে ধরা পড়েন।[৬]

### কেস স্টাডি (৭) : পাঁচ ঘণ্টায় ৪ খুন-ধর্ষণ-চুরির ঘটনা ঘটায় এক কিশোর

২২ এপ্রিল ২০২০ দিবাগত রাত ১২টা ৪০ মিনিট। গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার ১৭ বছরের এক কিশোর। মুঠোফোন চুরি করতে রাতের আঁধারে অন্যের বাড়িতে ঢুকেছিল। তারপর একে একে কুপিয়েছে বাড়ির ৪ জন সদস্যকে। রক্তাক্ত অবস্থায় ধর্ষণ করেছে দুই কিশোরী বোনকে। শেষমেশ ছুরি দিয়ে জবাই করে মৃত্যু নিশ্চিত করেছে প্রত্যেকের। এই নির্মমতা থেকে রেহাই পায়নি ৮ বছরের প্রতিবন্ধী শিশুও। স্বর্ণ, মোবাইলসহ নিয়ে যায় মূল্যবান বিভিন্ন সামগ্রী। পিবিআই বলছে, এই কিশোরের বিরুদ্ধে ২০১৮ সালে সাত বছরের শিশুকে ধর্ষণ করে হত্যার অভিযোগ রয়েছে।[৭]

উপর্যুক্ত ঘটনাসমূহ পর্যালোচনা করলে যেসব তথ্য বেরিয়ে আসে, তার সার-সংক্ষেপ হলো:

- সব কটি ঘটনা সেকেন্ডারি পর্যায়ের।
- দুয়েকটি ঘটনায় প্রাথমিক পর্যায়ে আইনের আওতায় আনা হলেও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়ায় অভিযুক্ত ব্যক্তি পুনরায় অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।
- দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ভয় না থাকায় কেউ ক্রমাগত হত্যার বাসনা পোষণ করে আবার কেউ ধর্ষণের মতো অপরাধ করে তা সদলবলে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্‌যাপন করে।

5. "Ebar bichar habe to?", *Daily Jugantor*, February 06, 2024 https://www.jugantor.com/tp-little-talk/771255
6 "Dashom bar yaba nia dhora khelen madok babshaee Jamal", *Daily Prothom Alo*, November 2, 2022, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/xnu7wm1c40.
7. "5 ghontai 4 khoon-dhorshan-chorir por basai ese ghume kishorti", *Daily Prothom Alo*, April 28, 2020, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/৫-ঘন্টায়-৪-খুন-ধর্ষণ-চুরির-পর-বাসায়-এসে-ঘুমে কিশোরটি



- আইন-শৃঙ্খলার দুর্বলতার সুযোগে একজন লোক ৫০০টি চুরির সাথে জড়ানোর মতো ঘটনা ঘটে।
- ভিকটিম হিসেবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরাধীরা নারী ও শিশুকেই শিকার বানায়। কারণ তাদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম ও দুর্বল।
- অপরাধীচক্র ক্ষমতাধর হলে আইনের আওতায় আনা যায় না। আইনের আওতায় আনা গেলেও ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে আইনের ফাঁক-ফোকর গলিয়ে অভিযোগ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।
- ১৮ বছরের কম বয়সিকে শিশুর দোহাই দিয়ে শাস্তির আওতায় না আনার ফলে এসব শিশু-কিশোর এক সময় ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। অল্প সময়ে খুন-ধর্ষণ-চুরির মতো ঘটনা ঘটিয়ে নিশ্চিন্তে বাসায় এসে ঘুমানোর সাহস পায়।

## ১.২ ইসলামী আইনের অধীন সময়ে অপরাধের চিত্র

গবেষণার আওতাভুক্ত ইসলামী যুগে অপরাধের সংখ্যা সংরক্ষণের উদ্যোগ না থাকলেও এমন কিছু ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়, যেসব ঘটনা মূলত অপরাধ স্বীকার কিংবা দণ্ড কার্যকর করা সংক্রান্ত। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

### কেস স্টাডি (১) : স্বেচ্ছায় দণ্ড বরণ

সায়্যিদুনা আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলমানদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এলো। তখন তিনি মসজিদের মধ্যে ছিলেন। সে তখন উচ্চস্বরে বলল, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি ব্যভিচার করেছি। তখন তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে তখন তিনি যে দিকে চেহারা ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন সে দিকে গিয়ে তাঁকে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমি ব্যভিচার করেছি। তখনও তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে সে চারবার পর্যন্ত স্বীকারোক্তি করল! সে যখন চারবার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডাকলেন এবং বললেন, তোমার মাথায় কি পাগলামী আছে? সে বলল, না। তখন তিনি বললেন, তুমি কি বিবাহিত? সে বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তাকে নিয়ে যাও এবং পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করো।[৮]

### কেস স্টাডি (২) : দণ্ড প্রয়োগের জন্য আকুতি

গামিদী গোত্রের এক মহিলা রাসূলের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি ব্যভিচার করেছি, আপনি আমাকে (দণ্ড দানের মাধ্যমে) পবিত্র করুন। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ফিরিয়ে দিলে তিনি আকুতি জানিয়ে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি আমাকে ফিরিয়ে দিবেন না। মনে হয় আপনি মা'ইযকে যেভাবে ফিরিয়ে দিয়েছেন আমাকেও সেভাবে ফিরিয়ে দিচ্ছেন।[৯]

8. Abū al-Husain Muslim ibn Hajjāj, *al-Sahīh* (Beirut: Dār al-Jai, ND.), H. No. 4273
9. Muhammad ibn Futūh al-Humaydi, *al-Jam'u Bain al-Sahīhain al-Bukhāri wa Muslim* (Beirut: Dār al-Nasr, 1423H.), H. No. 225

**কেস স্টাডি (৩): কালবিলম্ব না করে নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন**

মাদক সেবন হারাম হওয়া সংক্রান্ত চূড়ান্ত আয়াতটি[১০] অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেন,

إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرَبْ وَلَا يَبِعْ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মদ হারাম করেছেন। সুতরাং যার কাছে এ আয়াত পৌঁছবে, আর তার কাছে মদের কিছু অবশিষ্ট থাকবে সে যেন তা বিক্রি না করে এবং পান না করে।"[১১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ ঘোষণার পর সাহাবীদের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, তার প্রমাণ পাওয়া যায় সায়্যিদুনা আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে-

"তিনি বলেন, মদ হারাম হওয়ার দিন আমি আবূ তালহার বাড়িতে লোকদের মদ্যপান করাচ্ছিলাম। তারা শুকনো ও কাঁচা খেজুরের (রসে তৈরি) মদ্যপান করতো। হঠাৎ শুনতে পেলাম এক ব্যক্তি ঘোষণা দিচ্ছে। তিনি বললেন, বের হয়ে দেখ (কী ব্যাপার)! আমি বের হয়ে দেখলাম, এক ব্যক্তি ঘোষণা দিচ্ছে- শুনে রেখো, মদ হারাম করা হয়েছে। তিনি বলেন, এরপর মদীনার অলিগলি দিয়ে মদের ঢল প্রবাহিত হতে থাকে। আবূ তালহা আমাকে বললেন, বের হও এবং এগুলো ঢেলে দিয়ে আসো। তারপর আমি সেগুলো ঢেলে দেই।"[১২]

**কেস স্টাডি (৪) : ওয়াদা রক্ষা করার জন্য শাস্তিকে তুচ্ছজ্ঞান**

সায়্যিদুনা 'উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর খিলাফতকালে আবু মিহজান নামক এক ব্যক্তি মাদক সেবনের দায়ে একাধিকবার দণ্ডপ্রাপ্ত হয়। এতদসত্ত্বেও সংশোধন না হলে তিনি তাকে সায়্যিদুনা সা'আদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর কাছে সোপর্দ করেন। কাদেসিয়ার যুদ্ধে মুসলমানদের করুণ অবস্থা দেখে শিকলবন্দি আবু মিহজান ছটফট করতে থাকেন। এক পর্যায়ে সা'আদের স্ত্রীর কাছে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে মিনতির সুরে বলেন, "আমার বন্দিদশা থেকে আমাকে মুক্তি দিন। আমি যদি নিহত না হই তাহলে আমি এই বন্দিদশায় ফিরে আসার ব্যাপারে আল্লাহর শপথ করছি। (তখন) আপনি বন্দি করবেন।" সা'আদের স্ত্রীর বদান্যতায় সাময়িক মুক্তি পেয়ে আবু মিহজান যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং অভাবনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করে মুসলিম বাহিনীর বিজয়ে ভূমিকা রাখেন। অতঃপর প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী ফেরত এসে স্বেচ্ছায় শিকলবন্দি হন। সেনাপতি সা'আদ পুরো ঘটনা অবহিত হলে আবু মিহজানকে মুক্তি দেন এবং তাঁর উচ্চ প্রশংসা করেন। এতে আবু মিহজানও জীবনে আর কখনো মাদক সেবন না করার প্রতিজ্ঞা করেন।[১৩]

**কেস স্টাডি (৫) : অপরাধের নিম্নগামিতা**

i. খলীফা আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর খিলাফতকালে মদীনার বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন 'উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। এ সময় পুরো এক বছর বিবাদ-বিসম্বাদের কোনো ঘটনাই তাঁর সামনে উপস্থাপিত হয়নি।[১৪]

10. Al-Qurān, 5:90
11. al-Humaydi, al-Jam'u Bain al-Sahīhain…, H. No. 1828
12. Muslim, *al-Sahīh*. H. No. 4967
13. Abū Hanīfa Ahmad ibn Dāwūd Dīnawarī, *al-Akhbār al-ṭiwāl* (NP: Mawqaù Ya`sub, 1912), 121-122
14. Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabāri, *Tarikh al-Umam wa'l muluk* (NP: baitul afkar ad dauliyah, ND), 562



ii. খলীফা উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর শাসনামলে কুফার প্রধান বিচারপতি ছিলেন সালমান ইবনু রাবী'আ আল-বাহিলী। একবার তার আদালতে প্রায় চল্লিশ দিন পর্যন্ত কোনো মামলা দায়ের হয়নি।[১৫]

উপর্যুক্ত ঘটনাসমূহ পর্যালোচনা করলে যেসব বিষয় স্পষ্ট হয় তা হলো:

- শাস্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও কারও অভিযোগ ছাড়াই স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি প্রদানপূর্বক দণ্ড প্রার্থনা করেছেন এক মুসলিম।
- শাস্তির ঘোষণা নয়; কেবল নিষিদ্ধের ঘোষণায় কালবিলম্ব না করে মাদকের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন ইসলামের অনুসারীগণ।
- বন্দিদশা থেকে ছাড় পেয়েও কেবল ওয়াদা রক্ষার্থে এবং পরকালীন শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য স্বেচ্ছায় শিকলবন্দি হন আবু মিহজান। আর একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির এমন সংশোধন অর্জিত হওয়ায় মুসলিম সেনাপতি সা'আদ তাকে মুক্ত করে দেন; যার প্রতিদানও মিলে সাথে সাথে- ভবিষ্যতে মাদক সেবন না করার প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়ে।
- ইসলামী আইন অনুসৃত যুগে অপরাধের জন্য একদিকে শাস্তির সতর্কতা অন্যদিকে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার প্রবণতা তৈরি হওয়ায় এক পর্যায়ে অপরাধের পরিমাণ প্রায় শূন্যের কোটায় নেমে আসে।

প্রচলিত ও ইসলামী উভয় আইনের অধীন রাষ্ট্র পরিচালনার সময় অপরাধের মাত্রা পর্যালোচনা করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, প্রচলিত আইন অপরাধ দমনে পুরোপুরি সফল হয়নি। পক্ষান্তরে ইসলামী আইন অপরাধ দমনে সফলতা অর্জনের পাশাপাশি ব্যক্তিকে এমনভাবে পরিশুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে যে, পরকালীন শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য নিজেকে আইনের কাছে সোপর্দ করে ইহকালীন শাস্তি সাদরে বরণ করে নেয়।

## ২. প্রচলিত আইনে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে না আসার কারণ

বাংলাদেশে অপরাধ দমনের প্রধান দুটি আইন হলো দণ্ডবিধি- ১৮৬০ ও ফৌজদারি কার্যবিধি- ১৮৯৮। এছাড়া মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন- ২০১৮, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন- ২০০০ এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিজস্ব আইনসহ অপরাধ দমনে বেশ কিছু আইন রয়েছে। এদেশে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে যা কিছু সফলতা তার অধিকাংশ প্রচলিত আইনি কাঠামোতেই সম্পন্ন। এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশে প্রত্যাশিত হারে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে আসেনি। আর এ ব্যর্থতা কেবল আইনি দুর্বলতার কারণেই নয়; বরং সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, ভূ-রাজনৈতিক সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারকদের ভূমিকাও এর জন্য দায়ী। যেসব কারণে প্রচলিত আইন পুরোপুরি সফল হয়নি, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

15. Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abd al-Barr, *Al-Isti`ab fi Ma`rifat al-Ashab* (Beirut: Dār al-Jail, 1412H), 2:632

### ২.১ আইনের শাসনের অভাব

রাষ্ট্রে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হলে অপরাধের মাত্রা থাকে কম; আর আইনের শাসনের অভাব হলে সমাজে নানা অনাচার তৈরি হতে থাকে। World Justice Project- 2024 এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ১৪২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১২৭।[১৬] আইনের শাসন আছে এমন কয়েকটি দেশের অপরাধের সূচক দেখে বোঝা যায়, আইনের শাসন অপরাধ দমনে কীরূপ প্রভাব ফেলে। যেমন-

| ক্রমিক | দেশ | আইনের শাসন[১৭] | | অপরাধপ্রবণতা[১৮] | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | অবস্থান | পয়েন্ট | অবস্থান | সূচক |
| ১. | ডেনমার্ক | ১ | ০.৯০ | ১২৫ | ২৬.৩০ |
| ২. | নরওয়ে | ২ | ০.৮৯ | ১১১ | ৩২.৬০ |
| ৩. | ফিনল্যান্ড | ৩ | ০.৮৭ | ১২৬ | ২৬.৩০ |
| ৪. | সুইডেন | ৪ | ০.৮৬ | ৬০ | ৪৮.৪০ |
| ৫. | জার্মানি | ৫ | ০.৮৩ | ৯৭ | ৩৮.৯০ |
| ৬. | বাংলাদেশ | ১২৭ | ০.৩৯ | ২৫ | ৬১.৫০ |

চিত্র : আইনের শাসন ও অপরাধপ্রবণতার তুলনামূলক চিত্র।

চিত্রে পূর্ণ ১ (এক) সংখ্যাকে মানদণ্ড হিসেবে নির্ধারণ করে আইনের শাসনের অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে। যাতে সর্বোচ্চ ০.৯০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে ডেনমার্ক। পাশাপাশি ১০০ (একশত) সংখ্যাকে পরিমাপের সূচক বিবেচনায় নিয়ে অপেক্ষাকৃত কম সূচকের দেশকে অপরাধপ্রবণ দেশের তালিকায় নিচে স্থান দেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় আইনের শাসনের শীর্ষে অবস্থানরত পাঁচটি দেশের সাথে আইনের শাসনের তলানিতে অবস্থানরত বাংলাদেশের' তুলনামূলক চিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যেসব দেশে আইনের শাসন রয়েছে সেসব দেশে অপরাধ প্রবণতার হার অনেক কম।

### ২.২ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সীমাবদ্ধতা

ঐতিহ্যগতভাবে পুলিশ বাহিনীর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো অপরাধ দমন করা।[১৯] কিন্তু বর্তমানে এ বাহিনী বহুমুখী কাজে জড়িত। বাংলাদেশ পুলিশ অধ্যাদেশ, ২০০৭-এ পুলিশের ৩৫ ধরনের দায়িত্বের কথা বলা হলেও[২০] ৫৪ ধরনের নাগরিক

16. Dr. Alejandro Ponce, *Rule of Law Index 2024* (USA: World Justice Project, 2024), 10, 23, 48
17. Dr. Alejandro Ponce, *Rule of Law Index 2024*, 22-23
18 Numbeo, "Crime Index by Country 2024." Accessed March 15, 2025. https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp?title=2024
19. Bangladesh Police, *Strategic Plan 2018–2020* (Dhaka: Bangladesh Police, 2018), 1
20. Government of the People's Republic of Bangladesh, *Bangladesh Police Ordinance, 2007 (Draft)*, chap. 2, 6–7.



সেবা[২১] প্রদান করতে হয় পুলিশকে। এছাড়াও সড়কে শৃঙ্খলা, ভিআইপি প্রটৌকলসহ সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিভিন্ন কাজে সদা ব্যস্ত থাকতে হয় পুলিশ বাহিনীকে।[২২] রাষ্ট্রীয় যেকোনো কাজে কোনো না কোনোভাবে পুলিশকে সম্পৃক্ত করা হয়। গাজী শামছুর রহমান যথার্থই বলেছেন, পুলিশের কাজের প্রকৃতি আংশিক সামরিক, আংশিক বিচার বিভাগীয় ও আংশিক প্রশাসনিক।[২৩]

বহুমুখী দায়িত্ব সত্ত্বেও জনসংখ্যা অনুপাতে পুলিশের সংখ্যা কম। বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ১,১১৯ জন।[২৪] পুলিশের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২১ সালে পুলিশের জনবল ২,১০,০০০ জন।[২৫] জাতিসংঘের মান অনুযায়ী শান্তিকালীন জনগণ ও পুলিশের আদর্শ অনুপাত হলো ৪০০ : ১।[২৬] কিন্তু বাংলাদেশে এ অনুপাত বর্তমানে ৮০০ : ১।[২৭] দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের তুলনায় এ অনুপাত নিতান্তই কম।[২৮] এছাড়া পুলিশ বাহিনীর চাহিদা অনুপাতে লজিস্টিক সাপোর্ট, সরঞ্জাম, পরিবহন এবং উন্নত প্রযুক্তি ও ট্রেনিংয়ের অভাবে পুলিশ অপরাধ দমনে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না।[২৯]

### ২.৩ বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা

প্রবাদ আছে, Justice Delayed Justice denied. বিচারের দীর্ঘসূত্রিতাকে 'বাংলাদেশে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় অন্তরায়' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন আইনবিদগণ।[৩০] মামলা দায়েরের পর ১৯ ঘণ্টার মধ্যে তদন্তকাজ শেষ করে

21. Bangladesh Police, District & Upazila Level Offices Service Profile (June 2015), 10–11.
22. "ek policer onek kaj" *Deutsche Welle Bangla*. Accessed July 15, 2020. https://www.dw.com/bn/এক_পুলিশের_অনেক_কাজ
23. Gazi Shamsur Rahman, *Aporadhbidda* (Dhaka : Khosroz Kitab Mahal, 2016), 198
24. Bangladesh Bureau of Statistics, *Population & Housing Census 2022* (Dhaka: BBS, 2022), 12.
25. Bangladesh Police, *Special Bulletin*, Police Saptaho, January 23, 2022, 2.
26. Public Security Division, Ministry of Home Affairs, *Annual Report 2017–2018* (Dhaka: Government of the People's Republic of Bangladesh, 2019), 43.
27. Bangladesh Police, *Bishes Croudpatro*, Police Saptaho, February 4, 2019, 1.
28. Police-to-population ratio- India (509:1), Pakistan (523:1), Nepal (372:1), Sri Lanka (267:1). Police Reform Commission, *Police Reform Commission Report* (Dhaka: Ministry of Home Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh, January 15, 2025), annex 5 ("pratisthanik bishayadi"), 10.
29. Bangladesh Police, *Strategic Plan 2018-2020*, 16-20; Sheikh Hafizur Rahman Karzon, *Theoretical and Applied Criminology* (Dhaka : Palal Prokashoni, 2011), p. 335
30. "Problems or Obstacle to the Criminal Justice System of Bangladesh," *Assignment Point*, accessed August 20, 2022, https://assignmentpoint.com/problems-or-obstacle-to-the-criminal-justice-system-of-bangladesh/

অভিযোগ দাখিল,[৩১] একদিনে সাক্ষ্য গ্রহণ করে পরদিনই রায় দেওয়া[৩২] এবং ৬১ কার্যদিবসের মধ্যে রায়[৩৩] এমনকি সম্প্রতি ০৬ (ছয়) কার্যদিবসে শিশু রামিসা হত্যা মামলার রায় প্রদান করার মতো ঘটনা প্রমাণ করে যে, সদিচ্ছা থাকলে আইন ও বিচার প্রক্রিয়াকে গতিশীল করা সম্ভব। তবে এ সংখ্যা একেবারেই নগণ্য।

'*বাংলাদেশ জেল*'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী দণ্ডপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন কারাবন্দির অনুপাত হলো ১ : ৩।[৩৪] এতে কেউ কেউ কারাগারের ভেতরেই অপরাধে জড়িয়ে পড়ে[৩৫] আবার কেউ কারাগার থেকেই বাইরের অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করে।[৩৬] অপরাধীকে পুলিশের কাছে সোপর্দ এবং তার বিরুদ্ধে মামলা করা হলেও বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে। ফলে বিলম্বিত বিচারের কারণে তারা সুবিচার থেকে বঞ্চিত হয়।[৩৭] এতে অপরাধী চক্র আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। কেবল চট্টগ্রাম আদালতে ৩০ বছরের বেশি ঝুলে আছে ৭৩টি ফৌজদারি মামলা। এসব মামলার আপিলের একেকটিতে তারিখ পড়েছে ১১২ থেকে ১৪২ বার কিন্তু শুনানি হয়নি। এমনকি শুনানির অপেক্ষায় থাকা বাদী ও বিবাদী উভয় মারা যাওয়ার ঘটনাও রয়েছে।[৩৮]

২০২৩ সালের ১৫ জুলাই আইনজীবীদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী বলেছেন, সারা দেশে ৪০ লাখ মামলা পেন্ডিং রয়েছে। এসব মামলা নিয়ন্ত্রণে আনা খুবই মুশকিল।[৩৯] আর হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি আশরাফুল কামাল বলেন, বর্তমানে যে হারে মামলা বৃদ্ধি পেয়েছে তার তুলনায় নিষ্পত্তি ৩০ বছরের অধিক পিছিয়ে রয়েছে।[৪০]

31. 'Faridpure mamla dayerer 19 ghontar modhye obhijogpotro dakhil', *Daily Prothom Alo*, May 26, 2021
32. "1 dine shako grahon pordinoy rai,"*Daily Ittefaq*, July 25, 2023, https://www.ittefaq.com.bd/653085/
33. AwMœ`» †dbxi †gavex QvÎx bymivZ gviv hvb 2019 mv‡ji 10 GwcÖj| GKB eQi 24 A‡±vei D³ gvgjvi ivq cÖ`vb Kiv nq|
34. Department of Prisons, Bangladesh, *Prison Population Statistics–2017* (Dhaka: Department of Prisons, Bangladesh, 2017), 1:16
35. Department of Prisons, Bangladesh, *Prison Population Statistics–2017*, 1:95.
36. "jail theke oparad jagot niontron", *Daily Samakal*, November 25, 2025, https://samakal.com/whole-country/article/326829/
37. Sirazul Islam (ed), *Banglapedia* (Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 2004), 1: 29
38. "30 bachaorer beshi jhole ase 73 mamla", *Daily Prothom Alo*, December 24, 2022, https://www.prothomalo.com/bangladesh/djj91ytwwk
39. "Sara Deshe Kato Mamla Pending Janalen Prodhan Bicharpati", *Dainik Ittefaq*, July 15, 2023, https://www.ittefaq.com.bd/651933/সারাদেশে-কত-মামলা-জানালেন-প্রধান
40. "procalito bichar bebostai somadhan na hawai bikalpo cinta", *Daily Jugantor*, February 04, 2023, https://www.jugantor.com/tp-news/641549



**কেস স্টাডি : ২১ বছর ৭ মাস পর বিচারের রায়**

১৯৯২ সালে 'প্যারাসিটামল সিরাপ খেয়ে শিশু মৃত্যুর' এক ঘটনায় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের জনাব আবুল খায়ের নামীয় একজন কর্মকর্তা ১৯-১২-১৯৯২ খ্রি.তারিখে মিসেস হেলেনা পাশাসহ ০৮ (আট) জনের বিরুদ্ধে দি ড্রাগস (কন্ট্রোল) অর্ডিন্যান্স ১৯৮২ এর ১৬ (সি) ও ১৭ ধারা অনুসারে একটি Complaint Petition দাখিল করেন। দীর্ঘ ২১ বছর ৭ মাস পর ২২/০৭/২০১৪ খ্রি. তারিখে উক্ত মামলার রায় ঘোষণা করা হয়।

মামলা নিষ্পত্তিতে এ ধরনের 'দীর্ঘসূত্রিতার কারণ' অনুসন্ধানকল্পে 'আইন কমিশন' মামলার নথিসমূহ পরীক্ষা করার উদ্যোগ নেয়। এতে তারা যেসব কারণ খুঁজে পায়, তা হলো[৪১]:

| ক্রম | বিলম্বের কারণ | সময় |
|---|---|---|
| ১. | হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ফৌজদারি রিভিশন মামলা নং ১২০৪/১৯৯৪-এর আদেশসূত্রে বিচারিক আদালতের নথি তলব করার কারণে | ১৪ বৎসর ৩ মাস |
| ২. | ফৌজদারি রিভিশন নিষ্পত্তির পর নথি বিচারিক আদালতের সেরেস্তা সহকারী বিচারক মহোদয়ের সামনে উপস্থাপন না করে আলমারিতে রেখে দেওয়ায় | ১ বৎসর ১১ মাস |
| ৩. | প্রসিকিউশন কর্তৃক সাক্ষী হাজির না করায় | ২ বৎসর ১ মাস |
| ৪. | আসামি পক্ষ সময় প্রার্থনা করে যুক্তিতর্ক মুলতবি করায় | ১১ মাস |
| অহেতুক মোট অপব্যয়িত সময় | | ১৯ বৎসর ২ মাস |

উক্ত ঘটনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এ মামলায় নথি গায়েব থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরে চরম অবহেলা ও অনিয়মের কারণে অহেতুক মোট ১৯ বৎসর ২ মাস সময় নষ্ট হয়। এভাবে সময় নষ্টের ফলে একদিকে ভুক্তভোগী যেমন ন্যায়বিচারের আশা ছেড়ে দেন অন্যদিকে আসামী পক্ষ আরো অপরাধ করার সুযোগ পেয়ে যায়।

## ২.৪ বিচারক সংকট

১৮ কোটিরও বেশি জনসংখ্যার এ দেশে উচ্চ ও অধস্তন আদালত মিলিয়ে মোট বিচারকের সংখ্যা ২,৩০০ এর কিছু বেশি।[৪২] বিচারের দীর্ঘসূত্রিতার পাশাপাশি মামলার তুলনায় বিচারক ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। ক্রমবর্ধমান অপরাধের সাথে সাথে বিচারকের সংখ্যা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি

41. Law Commission Bangladesh, "Rashtra Banam Mrs. Helena Pasha o Anyanya (Drug Case No. 4/1993) Mamlati Nispattite Aswabhabik Bilomber Karan Anusandhan Pratibedan o Suparish," published August 18, 2014
42. Judiciary Reform Commission, *Report of the Judiciary Reform Commission* (Dhaka: Cabinet Division, Government of the People's Republic of Bangladesh, January 31, 2025), 184.

পায়নি। ১৯৮০-২০১০ সাল পর্যন্ত উচ্চ আদালতে বিচারক, মামলা ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা নিম্নে একটি সারণির মাধ্যমে তুলে ধরা হলো:

| সাল | বিচারক সংখ্যা | মামলা সংখ্যা[৪৩] | নিষ্পত্তিকৃত মামলা | নিষ্পত্তিকৃত মামলার হার (%) |
|---|---|---|---|---|
| ১৯৮০ | ১৯ | ২৮,৭৯২ | ৫,৯৬৩ | ২০.৭১ |
| ১৯৮১ | ১৭ | ২৭,৮৮৩ | ৬,১৮৯ | ২২.১৯ |
| ১৯৮২ | ১৯ | ৩৩,৫৩৫ | ৭,৯৬১ | ২৩.৭৪ |
| ১৯৮৩ | ২৩ | ২৬,৯৬৩ | ৬,৫৭২ | ২৪.৪ |
| ১৯৮৪ | ২৬ | ৩২,৫০৭ | ৪,২৮৫ | ১৩.১ |
| ১৯৮৫ | ২৭ | ৩৪,৮৩৮ | ৪,৩৭৫ | ১২.৬ |
| ১৯৮৬ | ২১ | ৩৭,৩২৮ | ৪,৭৯৬ | ১২.৯ |
| ১৯৮৭ | ২৫ | ৩৯,৪৯২ | ৩,০৩৯ | ৭.৬৯ |
| ১৯৮৮ | ২৭ | ৪৬,৪৭৭ | ৩,৮৬৮ | ৮.৩২ |
| ১৯৮৯ | ২৯ | ৪১,১০৬ | ৫,৪৭১ | ১৩.৩১ |
| ১৯৯০ | ২৯ | ৪৭,৬০৩ | ৭,৯৬৪ | ১৬.৭৩ |
| ১৯৯১ | ২৮ | ৫০,৮৪১ | ৬,১৪১ | ১২.৭ |
| ১৯৯২ | ৩২ | ৫৮,৮৮৮ | ৭,৮৯৯ | ১৩.৪৪ |
| ১৯৯৩ | ৩১ | ৬৪,৬৩৩ | ৭,৮৯৯ | ১২.২২ |
| ১৯৯৪ | ৩৮ | ৭১,৭৯০ | ৮,৫৮৪ | ১১.৯৫ |
| ১৯৯৬ | ৪২ | ৯০,০৫৬ | ১২,৬২৬ | ১৪.০২ |
| ১৯৯৭ | ৩৬ | ১,০১,২৬৬ | ১৪,৮৭৭ | ১৪.৬৯ |
| ১৯৯৮ | ৪২ | ১,১৪,৭৩৭ | ১৪,৬৫১ | ১২.৭৭ |
| ১৯৯৯ | ৪৪ | ১,২৪,৩১৯ | ১৩,০১৭ | ১০.৪৭ |
| ২০০০ | ৪৮ | ১,৩৪,৬৯৯ | ১৪,৩২৮ | ১০.৬৪ |
| ২০০১ | ৫৬ | ১,৫২,২৬৭ | ১৮,৬২৭ | ১২.২৩ |
| ২০০২ | ৫৫ | ১,৮০,৯৯৬ | ২৭,৩৩৮ | ১৫.১০ |
| ২০০৩ | ৫৭ | ১,৯১,৪৬৭ | ২৩,৪৫৫ | ১২.২৫ |
| ২০০৪ | ৭২ | ২,০২,১৩৬ | ১৭,৮৫৩ | ৮.৮৩ |
| ২০০৫ | ৭১ | ২,২৭,৭৬৮ | ১৯,৩২২ | ৮.৪৮ |
| ২০০৬ | ৬৯ | ২,৫৬,৪৭৫ | ১৫,৯৬২ | ৬.২২ |
| ২০০৭ | ৬৫ | ২,৮৮,০৪৮ | ২৫,৬৮৯ | ৮.৯২ |
| ২০০৮ | ৬৭ | ৩,১৫,৫৬৫ | ২১,৬৬৪ | ৬.৮৭ |
| ২০০৯ | ৭৮ | ৩,৪৭,০৫৬ | ২১,৪৮৫ | ৬.১৯ |
| ২০১০ | ৯৪ | ৩,৮৩,০৪১ | ৬৯,৩০৬ | ১৮.০৯ |

চিত্র: হাই কোর্ট ডিভিশনে বিচারক, মামলার সংখ্যা এবং নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা।[৪৪]

43. প্রতিবেদনে উল্লিখিত মামলা সংখ্যা পূর্বোক্ত সালের অনিষ্পত্তিকৃত এবং সংশ্লিষ্ট সালের নতুন মামলার মোট সংখ্যা।



উপর্যুক্ত প্রতিবেদনে দেখা যায়, পূর্বের অনিষ্পত্তিকৃত মামলার সঙ্গে নতুন মামলা যুক্ত হয়ে প্রতি বছর মামলার সংখ্যা বেড়েই চলেছে এবং এক পর্যায়ে মামলার স্তূপে পরিণত হয়েছে। কিন্তু মামলা অনুপাতে বিচারকের সংখ্যা যেমন বাড়েনি,[৪৫] তেমনি নিষ্পত্তির হারও সন্তোষজনক নয়। উচ্চ আদালতে যখন মামলার এ জট, নিম্ন আদালতসহ অন্যান্য আদালতের মামলার জট কোন পর্যায়ে তা সহজে অনুমেয়।

### ২.৫ শাস্তি না হওয়া

প্রতিবছর দেশে চিহ্নিত অপরাধীদের মাত্র তিন শতাংশ শাস্তি পায়।[৪৬] নিচের কয়েকটি প্রতিবেদনে এর সত্যতা পওয়া যায়। যেমন-

- ২০১৬ ও ২০১৭ সালের ২৪৭টি ডাকাতির মামলার রায় নিয়ে Police Bureau of Investigation একটি গবেষণা পরিচালনা করে। এতে দেখা যায়, ৭৭% ডাকাতি মামলায় আসামির সাজা হয় না। রায় পর্যালোচনায় আসামিরা খালাস পেয়ে যাওয়ার পেছনে পুলিশের তদন্তে গাফিলতি, বৈরী সাক্ষী এবং বিচারপ্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা– এ বিষয়গুলো প্রধান কারণ হিসেবে উঠে এসেছে।[৪৭]
- ঢাকা জেলার পাঁচটি নারী নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে ১৫ বছরের (২০০২-১৬) ধর্ষণসংক্রান্ত প্রায় পাঁচ হাজার মামলা পর্যালোচনায় বেরিয়ে আসে, নিষ্পত্তি হওয়া মামলাগুলোর মধ্যে মাত্র ৩ শতাংশের সাজা হয়েছে।[৪৮]
- ২০২৫ সালের মে মাসে ঢাকার অধস্তন আদালতে ফৌজদারি অপরাধের ৮৮ শতাংশ মামলায় খালাস পেয়েছেন আসামিরা। সাজা হয়েছে মাত্র ১২ শতাংশের। উক্ত সময়ে নিষ্পত্তিকৃত ১৬৫৬টি মামলার মধ্যে ১৩৯৩টিতে আসামিরা খালাস পেয়েছেন। সাজার রায় হয়েছে মাত্র ১৯৩টি মামলায়। অন্যভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে ৭০টি মামলা।[৪৯]

বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্ত হয়েও শাস্তি না হওয়ায় দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়। যেমন-

(ক) এসব মামলায় নিরীহ কিছু লোক হয়রানির শিকার হয়েছেন।

(খ) কিছু লোক আইনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অথবা আইনসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কিংবা সংস্থার ব্যর্থতায় বেকসুর খালাস পেয়েছেন।

44. Justice Kazi Ebadul Hoque, *Administration of Justice in Bangladesh* (Dhaka: Hakkani Publishers, 2012), 86-92.
45. ৩১ বছরে (১৯৮০-২০১০) মামলার সংখ্যা ১৩ গুণের অধিক বৃদ্ধি পেলেও একই সময়ে বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ৫ গুণ।
46. Islam (ed), *Banglapedia*, 1:29
47. Shariful Islam, "Dakatir Mamla: Beshirbhag Oporadhir Saja Hoy Na," *The Daily Star Bangla*, https://bangla.thedailystar.net/node/191789
48. "Shisor proti hinsrota badsey," *Daily Prothom Alo*, July 10, 2019, https://www.prothomalo.com/bangaldesh/crime/
49. "88 vhag mamlai-e khalas asamira," *Daily Jugantor,* June 25, 2025 https://www.jugantor.com/tp-lastpage/969773

যখন কোনো একটি অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর অপরাধী জানে, তার কোনো সাজা হবে না; সেই অপরাধী একই অপরাধ আবার করতে পারে। আর অন্যরাও এই অপরাধ করতে পিছপা হবে না।[৫০]চার সদস্যের একটি চক্র কর্তৃক ২০১৬ সাল থেকে সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ৫০০ চুরির ঘটনা[৫১] ঘটানো একথা প্রমাণ করে যে, আইন ও বিচারের আওতায় না আসায় কিংবা আসলেও আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে পার পেয়ে যাওয়ায় একের পর এক চুরি করেই গেছে এ চক্র।

## ২.৬ রায় বাস্তবায়নে ধীরগতি

তদন্ত শেষে অভিযোগপত্র উপস্থাপন ও বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রায় প্রদানে মন্থরগতির পাশাপাশি প্রদত্ত দণ্ড বাস্তবায়নেও রয়েছে ধীরগতি; স্বয়ং প্রধান বিচারপতি 'রায় ঠিকভাবে কার্যকর না হওয়াকে দুঃখজনক' বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।[৫২] সাধারণত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার কোনো পরিসংখ্যান দাপ্তরিকভাবে প্রকাশ করা হয় না। তবে বেসরকারি এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, (২০১০-২০২০) পর্যন্ত ২২৮৬ জনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হলেও কার্যকর করা হয়েছে মাত্র ৩২ জনের।

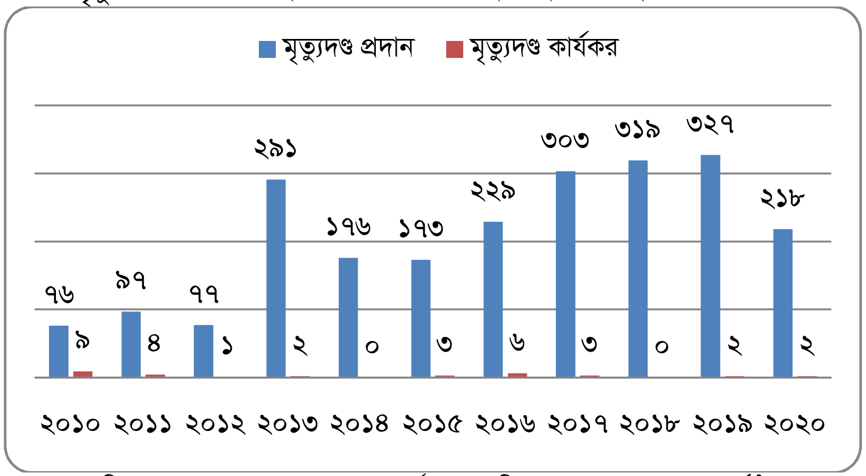


চিত্র : মৃত্যুদণ্ড প্রদান ও মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের পরিসংখ্যান (২০১০-২০২০)।[৫৩]

চিত্রে মৃত্যুদণ্ড প্রদান ও কার্যকরের যে সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা একই বছরে প্রদত্ত রায় কার্যকর করার ঘটনা নয়; বরং মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার রায়টি পূর্বের যে কোনো বছরের হতে পারে। কারণ, রায় প্রদানের পরেও বিচারিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া সময়সাপেক্ষ বিষয়। এতদসত্ত্বেও কমসংখ্যক রায় কার্যকর হওয়ার কারণ

50. Umme Farhana, "Ain o Shringkhala: Porisongkhan o Bastobota," *Samakal*, July 30, 2022, https://samakal.com/feature/article/2207124402/
51. bdnews24.com, "dhakay chor koto? policer talikay 4 hajar", https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/f69wsjjflo, September 22, 2022
52. "barbar ruleo rai karjakor na hawa dokhajanok," *News Bangla24.com*, April 10, 2021, https://www.newsbangla24.com/national/132525
53. Odhikar, "Statistics on Death Penalty," accessed August 20, 2025, https://odhikar.org/statistics/statistics-on-death-penalty/



হলো, উচ্চ আদালতে রায় স্থগিত হওয়া কিংবা বাতিল হওয়া। এতে প্রমাণিত হয় যে, হয় প্রদত্ত রায় ত্রুটিপূর্ণ অন্যথায় প্রচলিত আইনে এমন ফাক-ফোঁকর রয়েছে, যার কারণে প্রদত্ত রায় আইনি ব্যাখ্যায় টিকে থাকতে পারে না।

## ২.৭ বয়সের মারপ্যাঁচে কিশোর অপরাধী ছাড় পাওয়া

আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে ১৮ (আঠারো) বৎসর পর্যন্ত সকলকে শিশু হিসেবে গণ্য করায় অনেক কিশোর গুরুতর অপরাধ করেও ছাড় পেয়ে যায়।[৫৪] কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে অবস্থানরত কিশোরদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ খুন ও নারী নির্যাতন মামলার আসামি।[৫৫] ২০১৮ সালের জানুয়ারি হতে ২০১৯ সালের জুলাই পর্যন্ত ঢাকায় ১৩টি খুনের ঘটনায় জড়িত অন্তত ১২০ কিশোর। শিশু-কিশোর জড়িত এমন ৩০টি খুনের মামলা অনুসন্ধান করে *দৈনিক প্রথম আলো*র রিপোর্টে বলা হয়, এসব খুনে অভিযুক্তদের বয়স ১৫ থেকে ১৮।[৫৬] মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন- ২০১৮ অনুসারে মাদকসক্তদের ৩.৩৯% ১৫ বছর বা তার চেয়ে কম বয়সি শিশু। আর ২২.৩১% মাদকাসক্তের বয়স ১৬-২০ বছর।[৫৭] ২০১৭ সালে সংঘটিত ৮০০টি ধর্ষণ, গণধর্ষণ ও ধর্ষণের চেষ্টা বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতিবেদনে দেখা যায়, অভিযুক্তদের ৩% ১১-১৫ বছর বয়সি, ১৮% ১৬-২০ বছর বয়সি।[৫৮] একথা অনস্বীকার্য যে, পূর্বের স্তরে তাদেরকে ছাড় দেওয়া না হলে ১৬-২০ বছর বয়সিদের মধ্যে মাদকাসক্তি কিংবা ধর্ষণের এ ক্রমবৃদ্ধি হত না।

শিশুর বয়স নির্ধারণে এ ধরনের মতদ্বৈততার মারপ্যাঁচে স্বীয় মাতাপিতাকে নির্মমভাবে হত্যা করেও ঐশীর মতো অনেক অপরাধী পার পেয়ে যায়। ১৮ বছর বয়সিকে শিশু হিসেবে গণ্য করার আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে তাকে যথযাযথভাবে আইন ও বিচারের আনা সম্ভব হচ্ছে না বলে হতাশা ব্যক্ত করেন আইজিপি।[৫৯]শিশু হিসেবে আইনি সুবিধা নেওয়ার জন্য অপরাধীর প্রকৃত বয়স গোপন করার ঘটনাও ঘটে।[৬০]

54. Bangladesh. *The Children Act, 2013*, Sec. 33
55. Saddam Hossain, "Kishor Oporadher Dharon Paltachchhe," *Prothom Alo*, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ কিশোর অপরাধের ধরন পাল্টাচ্ছে
56. "Dhakay 99 Khune Jorito 3 Shotadhik Kishor," *Prothom Alo*, July 9, 2019, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ঢাকায়-৯৯-খুনে-জড়িত-৩-শতাধিক-কিশোর
57. Department of Narcotics Control, *Annual Drug Report Bangladesh–2018* (Dhaka: Ministry of Home Affairs, Bangladesh, 2018), 31.
58. Bangladesh Mohila Porishad, *Bangladeshe Nari o Kannaya Nirjaton Chitro : 2017* (Dhaka : Bangladesh Mohila Porishad), 33
59. "18 Bochorer Niche 'Shishu', Bishoyti Bhabar Shomoy Eshese: Swarashtramontri," *Dhaka Times*, September 23, 2021, https://www.dhakatimes24.com/2021/09/23/231367
60. "Shikkhok Hotya: Ovijukto Shikkharthir Boyosh Ejahare 16, Jonmo Sonode 19," *The Daily Star Bangla*, June 29, 2022, https://online91-

### ২.৮ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ

আইন ও বিচার প্রক্রিয়ায় কোনো কোনো সময় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের ঘটনাও ঘটে। স্বয়ং বিচারপতি যখন আক্ষেপ করে বলে, আপনারা কি ন্যায়বিচার করতে দেবেন না? যিনি মারা গেছেন তার কি ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার নেই?[৬১] তখন সহজে বোঝা যায় ন্যায়বিচারের পথ কীভাবে বাধাগ্রস্ত হয়! 'ভয়ার্ত পরিবেশের মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে'[৬২] কিংবা'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় : ওদের বিচার করবে কারা'[৬৩] প্রভৃতি শিরোনামে প্রতিবেদনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, অপরাধী কিংবা তাদের দোসরদের সামনে সমাজ ও রাষ্ট্র কতটা অসহায়! রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সাথে সাথে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে অভিযুক্ত হলেও ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীকে রাজনৈতিক বিবেচনায় দায়মুক্তি দেওয়ার প্রবণতা অপরাধ দমনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান যথার্থই বলেছেন, রাজনৈতিক খুন ও সহিংসতার যে বিচার হবে না, এটা ধরেই নেওয়া হচ্ছে। এর ফলে অপরাধের জবাব অপরাধের মাধ্যমে দেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে।[৬৪]

### ২.৯ মাদকের ট্রানজিট

মাদক অনেক অপরাধের নেপথ্য কারিগর। প্রচলিত আইনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে কঠিন আইন রয়েছে। কিন্তু ভৌগোলিকভাবে বিশ্বে সর্বাধিক হিরোইন উৎপাদনকারী অঞ্চল গোল্ডেন ট্রাইঙ্গেল[৬৫] এবং গোল্ডেন ক্রিসেন্টের[৬৬] মাঝামাঝি বাংলাদেশের অবস্থান। ফলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কঠোর নজরদারি সত্ত্বেও এ দেশ মাদকের ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[৬৭]

---

bn.thedailystar.net/সংবাদ/বাংলাদেশ/অপরাধ-ও-বিচার/শিক্ষক-হত্যা-অভিযুক্ত-শিক্ষার্থীর-বয়স-এজাহারে-১৬-জন্ম-সনদে-১৯-365366

61. "Apnara Ki Nayabichar Korte Deben Na, Proshno Highcourter," *Jagonews24*, June 7, 2022, https://www.jagonews24.com/law-courts/news/767811
62. "Manobadhikar sammelone boktara,", *Daily Prothom Alo*, August 27, 2022, https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/nyiu6efbzq
63. "Rajshahi bisshobiddaloy: oder bichar karbe kara," *Daily Prothom Alo*, August 25, 2022, https://www.prothomalo.com/opinion/column/ji5eczu4a3
64. "Rajnoitik Sohingsotay Chhoy Bochhore Khun 908," *Prothom Alo*, December 29, 2014, https://www.prothomalo.com/politics/রাজনৈতিক-সহিংসতায়-ছয়-বছরে-খুন-৯০৮
65. The Golden Triangle is a region in Southeast Asia where the borders of Thailand, Myanmar, and Laos meet at the confluence of the Ruak and Mekong Rivers. This region is known for its high production of opium. which is used to make heroin.
66. The Golden Crescent, which is the slice of the opium-producing area that cuts across Iran, Pakistan, and Afghanistan.
67. Bangladesh Police, *Strategic Plan 2018–2020*, 4; B. Gen. MD tajul Islam Thakur, "Urban Crime In Bangladesh: Implications for non Traditional Security Threat inSelected Slums in Dhaka City", *ndcjournal*, 2018, 17:53



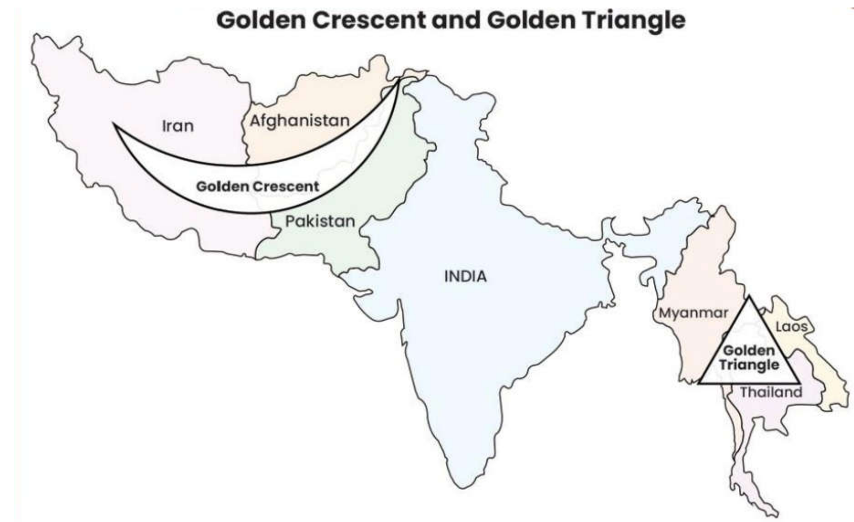


উপর্যুক্ত চিত্রে দেখা যায়, মাদক উৎপাদনকারী দুটি অঞ্চলের মাঝখানে বাংলাদেশের সীমান্ত ও পার্বত্য এলাকা। স্বভাবতই মাদক চক্র বাংলাদেশের সীমান্ত ও পার্বত্য চট্টগ্রামকে মাদক চালানের অভয়ারণ্য হিসেবে ব্যবহার করে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে যখন বলা হয়, 'বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরায় মাছ পাঠানোর পর অনেক ক্ষেত্রে 'পেমেন্ট'-এর বিষয়টি মীমাংসা হচ্ছে মাদকের মাধ্যমে' তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাষায় বলতে হয়, বিষয়টি ভয়াবহ।[৬৮] আমাদের সীমান্ত পোরাস বর্ডার তথা ছিদ্রযুক্ত হওয়ায় মাদকের চোরাচালান ঠেকানো জটিল। মাদক সেবনে প্রচলিত আইনে শিথিলতা এবং মাদকের ব্যবসা অনেকটা লাভজনক হওয়ার সুবাদে অনেকে এ পথে পা বাড়ায়। আর মাদকের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তির দ্বারা যেকোনো অপরাধ করা খুবই স্বাভাবিক।

### ২.১০ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার অনুপস্থিতি

প্রবাদ আছে, Prevention is better than cure অর্থাৎ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম। বাংলাদেশে আইন ও বিচারিক প্রক্রিয়ায় অপরাধ নিয়ন্ত্রণের বিধান শক্তিশালী হলেও সে অনুপাতে প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়,অনেক অপরাধের নেপথ্যে রয়েছে বেকারত্ব ও দারিদ্র্য। অথচ দেশের কর্মক্ষম লোকের ৫.৩% লোক বেকার এবং ২০.৫% মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে।[৬৯] এমতাবস্থায় মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত না হলে আইনের সুফল পাওয়া দুষ্কর। নিরাপত্তাজনিত দুর্বলতার কারণেই ২০১৪ সালের ২৬ জানুয়ারি সোনালি ব্যাংকের কিশোরগঞ্জ শাখা থেকে ১৬ কোটি ৪০ লাখ টাকা চুরি করে নিয়ে যায়

---

68. Rozina Islam, "Macher Dam 'Madoke' Porishodh," *Prothom Alo*, October 24, 2022, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/jq3dybhnid
69. www.adb.org/publications/basic-statistcs-2021pdf

অপরাধী চক্র।[৭০] ২০১৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ ফান্ড থেকে হ্যাকাররা ৮,১০,০১,৬২৩ মার্কিন ডলার চুরি করতে সক্ষম হয়েছিল অদক্ষ ব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তিগত দুর্বলতার কারণেই।[৭১] নারী নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের 'মাল্টি সেক্টরাল কর্মসূচি'র আওতায় নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে উঠান বৈঠক, সচেতনতামূলক কর্মসূচি, সেমিনারসহ বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি চলে। সেখানে একটি অংশ থাকে ধর্ষণ প্রতিরোধবিষয়ক। তবে নির্দিষ্টভাবে ধর্ষণ প্রতিরোধে কোনো কর্মসূচি নেই।

### ২.১১ কারাগারের অব্যবস্থাপনা

অপরাধের বহুল প্রচলিত একটি শাস্তি হলো কারাদণ্ড। অপরাধীকে কারাবন্দি করার দ্বারা কেবল শাস্তি দেওয়া নয়; সংশোধন করাও অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু ধারণক্ষমতার চেয়ে অধিকসংখ্যক বন্দির[৭২] কারণে কারাদণ্ড প্রদান করে সংশোধন করার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। অপরাধ দমনের লক্ষ্যে অপরাধীকে কারাগারে পাঠানো হলেও কারা ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতার সুযোগে কারাগারে বসেই অপরাধে লিপ্ত হয়ে পড়ে অনেকে।[৭৩] কারাগারের অব্যবস্থাপনা নিয়ে মানবাধিকার কর্মীদের অভিযোগ দীর্ঘদিনের।[৭৪] স্বয়ং কারা মহাপরিদর্শক যখন কারাগারের অব্যবস্থাপনা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন![৭৫] তখন বোঝাই যায় ভেতরের পরিস্থিতি কেমন।

## ৩. অপরাধ দমনে ইসলামী আইনে সফলতার ভিত্তি

অপরাধপ্রবণ জাহিলি সমাজে ইসলামের আবির্ভাবে ধীরে ধীরে অপরাধমুক্ত হয়। এক্ষেত্রে ইসলামী আইন কেবল শাস্তি দিয়ে নয়; বরং অপরাধীকে পবিত্র ও সংশোধন করার[৭৬] মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন করার প্রয়াস চালায়। এখানেই অপরাধ দমনে ইসলামী আইনের সফলতার রহস্য নিহিত। উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলতেন, আমি আমার গভর্নরদের এজন্য প্রেরণ করিনি যে, সে তোমাদের বেত্রাঘাত করবে অথবা তোমাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেবে; বরং আমি তোমাদের দীন ও সুন্নাহ শেখানোর

70. "30 foot surango kete sonali banker 16 koti taka loot", *Daily Samakal*, January 26, 2014, https://samakal.com/bangladesh/article/140135592/

71. " Reserve chori", *BBC NEWS bangla,*, January 31, 2019, https://www.bbc.com/bengali/news-47060629

72. "karagare dharon khamotar digoon karabondi", *banglatribune*, June 03, 2025, https://www.banglatribune.com/others/901503

73. Department of Prisons, Bangladesh, *Prison Population Statistics–2017*, 1:95

74. Odhikar and International Federation for Human Rights (FIDH), *Criminal Justice through the Prism of Capital Punishment and the Fight against Terrorism* (Dhaka: Odhikar, 2010). 25

75. ১৬ মে ২০১৯ তারিখে কারা অধিদপ্তর, ঢাকার সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মোস্তফা কামাল পাশা তাঁর আলোচনার এক পর্যায়ে কারাগারে অব্যবস্থাপনার বিষয়টি তুলে ধরে তা নিরসনে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেন।

76. Dr. Ibrāheem ibn Fahad al-Wad`an, al-`Af`u `anil `Uqūbah wa Asrohū bain al-Shari`ah wal Qanūn (NP, 2002), 28



জন্যই তাদের প্রেরণ করেছি।[৭৭] নববী যুগ ও খিলাফাতে রাশেদার মতো পরবর্তীকালে যেখানেই ইসলামী আইন অনুসৃত হয়েছে, সেখানে সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বর্তমানে সৌদি আরব, ইরান, পাকিস্তান, আফগানিস্তানসহ উপসাগরীয় ও মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে কোথাও পূর্ণ আবার কোথাও খণ্ডিত আকারে ইসলামী দণ্ডবিধি বিদ্যমান। এসব দেশে ইসলামী দণ্ডবিধি অনুযায়ী কিছু অপরাধের শাস্তির বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ মানবাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুললেও খুব কম ক্ষেত্রেই এসব শাস্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিধি আকারে বিদ্যমান থাকায় অপরাধপ্রবণ মানুষ ভয় পায়। ফলে অপরাধের পরিমাণ কম এবং আইনশৃঙ্খলার সূচক উন্নত দাবিদার দেশসমূহের চেয়ে তুলনামূলক বেশি। ফলপ্রসূ আইনের পাশাপাশি যেসব কারণে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে ইসলামী আইনের সাফল্য অর্জিত হয়ে থাকে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

### ৩.১ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা

নববী ও খিলাফাতে রাশেদার যুগে ধনি-দরিদ্র, ঊর্ধ্বতন-অধস্তন নির্বিশেষে সমতার ভিত্তিতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন-

- ❖ নববী যুগে মাখযুম গোত্রের এক মহিলা চুরির দায়ে অভিযুক্ত হন। বংশটি অভিজাত হওয়ায় তারা এটি নিজেদের জন্য অপমানজনক মনে করেন এবং রাসূলের কাছে সুপারিশ করেন। রাসূল সাঃ তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, সেই সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! ফাতিমা বিনতু মুহাম্মদও যদি চুরি করত, তবে আমি তার হাত কাটতাম।[৭৮]
- ❖ উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর খিলাফাতকালে বাহরাইনের গভর্নর কুদামা ইবনু মায'উনের বিরুদ্ধে মদ্যপানের অভিযোগ উত্থাপিত হলে তিনি তাঁকে শাস্তির আদেশ দেন।[৭৯] এমনকি কুদামাহ ইবনু মায'উন- প্রথম সারির মুহাজির, বদর ও উহুদের সাথী- এ পরিচয় তুলে ধরে দণ্ড থেকে রেহাই পেতে চাইলেও খলীফা 'উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মদ্যপানের দণ্ড কার্যকর করেন।[৮০] অনুরূপভাবে স্বীয় পুত্র আব্দুর রহমানের উপর হদ্দের শার'ঈ শাস্তি কার্যকর করতে কোনো প্রকার দয়া প্রদর্শন করেননি।

এভাবে আইনের শাসন ও নৈতিকতার সমন্বয় হওয়ায় কিছু দেশে অপরাধের হার এখনও নিম্নগামী। সউদী আরবে ইসলামী দণ্ডবিধি কার্যকর থাকায় অপরাধের হার

77. Dr. Ali Muhammad Sallabi, (tr.) *Umar ibnul Khattab : Jibon o Karmo*, (Dhaka : Maktabatul Furqan, 2018), 2:103

78. Abu Abdullah Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Sahīh* (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987), H. No: 6406

79. Abū Nuàim Ahmad ibn Àbdullah al-Asbahānī, *Tasbītul Imāmah wa Tartībul Khilāfah* (Beirut: Dār al-Imāmi Muslim lin-Nashrī wat-Tawjée, 1407H.), H. No 113

80. Abu Mohammad 'Abdullāh Ibn Qudāmah, *al-Mugnee* (Beirut: Dār al-Fikr, 1405H.), 10:321

সারাবিশ্বের চেয়ে নিম্নে। অপরাধপ্রবণতার বৈশ্বিক র‍্যাংকিংয়ে ১৪৬টি দেশের মধ্যে সউদী আরবের অবস্থান ১২১। আরেক মুসলিম রাষ্ট্র কাতারের অবস্থান ১৪৪।[৮১] ফুটবল বিশ্বকাপ- ২০২২ চলাকালে ভিন দেশি কিংবা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী যেই হোক না কেন উন্মুক্তভাবে মাদক গ্রহণ করতে পারবে না- এই মর্মে কাতার কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করায় অন্য যেকোনো বিশ্বকাপের তুলনায় নারীরা যে নিরাপদ ছিলেন এবং হেনস্তার শিকার হননি- এটি পাশ্চাত্য নারীদের স্বীকারোক্তি।[৮২]

### ৩.২ প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত

প্রচলিত আইনের বিভিন্ন ধারায়[৮৩] দণ্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষমা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানকে। যা প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের হাতিয়ার। কিন্তু ইসলামী আইনে হদ্দ ও কিসাসের আওতাভুক্ত অপরাধের দণ্ড ক্ষমা করার ক্ষমতা নেই সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে।[৮৪] ফলে সম্পূর্ণভাবে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত।

- ❖ সিরিয়ার বাদশা জাবালা ইবনে আইহাম আল-গাসসানী যখন এক বেদুঈনকে চপেটাঘাত করার কিসাস থেকে বাঁচার জন্য যুক্তি পেশ করে বলেন- হে আমীরুল মু'মিনীন, এটা কীভাবে হতে পারে? সে তো সাধারণ এক ব্যক্তি, আর আমি হলাম বাদশাহ! 'উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, ইসলাম তো আপনাদের উভয়কে ভাই-ভাই করে দিয়েছে। আপনি কেবল তাকওয়ার ভিত্তিতে তার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারেন; অন্য কোনো পন্থায় নয়।[৮৫]
- ❖ একদা খলীফা আলী ইবনু আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর হারানো বর্মটি এক ইয়াহুদীর কাছে দেখতে পেয়ে তাঁরই অধীন বিচারক শুরাইহের কাছে মামলা দায়ের করেন। কিন্তু বিচারকার্যের নিয়ম অনুযায়ী তিনি পর্যাপ্ত প্রমাণ উপস্থাপন করতে না পারায় বিচারক খলীফার বিপক্ষে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।[৮৬]

উপর্যুক্ত ঘটনাদ্বয়ের প্রথমটিতে দেখা যায়, একটি অঞ্চলের প্রশাসনিক প্রধান হওয়া সত্ত্বেও তাকে কোনো প্রকার ছাড় দেওয়া হয়নি। অপর ঘটনায় খলীফা তাঁর অধীন একজন বিচারকের কাছে মামলা দায়ের করলেন; বিচারক যেমন খলীফার বিরুদ্ধে রায় দিতে দ্বিধাবোধ করেননি, তেমনি খলীফাও কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করেননি।

81. Numbeo, "Crime Index by Country 2024," accessed March 15, 2025, https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp?title=2024
82. Mandeep Sanghera, "Qatar: Why Women Feel Safer at World Cup 2022," *BBC News*, December 16, 2022, https://www.bbc.com/sport/football/63991529
83. Bangladesh. *The Constitution of the People's Republic of Bangladesh*, Sec. 49, Bangladesh. *Code of Criminal Procedure, 1898*, Sec. 401(1), 402, 402A
84. Abdul Qādir Awdah, *al-Tashrīul Zināee..* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, ND), 1:132
85. ibn al-Jawzī, *Manāqibu Amīr al Muminīn `Umar ibn al-Khattāb* (Alexandria: Dār ibn khaldūn, ND), 254
86. Awdah, *al-Tashrīul Zināee..,* 1:353



### ৩.৩ আইনের আওতায় কিশোর অপরাধী

প্রচলিত আইনে ১৮ বছরের কম বয়সি অপরাধী বিশেষ ছাড় পেয়ে থাকে। পক্ষান্তরে ইসলামী আইনে কোনো কাজ করা বা না করা অপরাধ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি مكلف بالشريعة হওয়া অন্যতম শর্ত।[৮৭] আর مكلف بالشريعة -এর মানদণ্ড হলো প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। তবে কারও যদি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া বিলম্বিত হয় কিংবা কোনো কারণে লক্ষণ স্পষ্ট না হয় কিংবা গোপন করে তথা অস্বীকার করে, সেক্ষেত্রে শিশুর বয়স ১৫ বছর পূর্ণ হওয়াকে مكلف بالشريعة তথা শরী'আতের বিধান পালনের জন্য বিবেচ্য হবে।[৮৮] ফলে আইন ও বিচারের আওতায় আসতে আর বাধা থাকবে না।[৮৯] ইসলামী আইনের এ বিধানের কারণে কোনো কিশোর ভয়ংকর অপরাধী হওয়ার পূর্বে তার লাগাম টানা সম্ভব হয়।

### ৩.৪ মাদকমুক্ত জীবন গঠনে কার্যকর পদক্ষেপ

মাদকাসক্তকে শাস্তির আওতায় আনার পাশাপাশি নৈতিকভাবে পরিশুদ্ধ থাকার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ইসলামী আইনে। মাদক সেবনের অপরাধকে ইবাদত কবুলের পথে অন্তরায় হিসেবে উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الخمر أم الخبائث ومن شربها لم يقبل الله منه صلاة أربعين يوما فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية»

"মাদক সকল মন্দের মূল। আর যে তা পান করল আল্লাহ তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল করবেন না। আর যদি সে তার পেটে মাদক নিয়েই মৃত্যুবরণ করে, তবে সে জাহিলিয়্যাতের ওপরই মৃত্যুবরণ করল।"[৯০]

তিনি আরও বলেছেন, কোনো মদ পানকারী মদ পান করার সময় মু'মিন থাকে না। সুতরাং যে ব্যক্তি মু'মিন হিসেবে বাঁচতে চায় এবং তার 'আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার প্রত্যাশা করে, তার পক্ষে মাদক সেবন করার প্রশ্নই আসে না।

### ৩.৫ অপরাধ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ

অপরাধ দমনে ইসলামী আইনে সফলতা লাভের বড় একটি কারণ হলো, এতে অপরাধ প্রতিরোধে আগাম প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ পদক্ষেপ কখনো অপরাধের কারণ দূর করার মাধ্যমে আবার কখনো অপরাধ সংগঠনে উদ্দীপক থেকে ব্যক্তিকে দূরে রাখার মাধ্যমে। যেমন,

- ➲ অভাবের তাড়নায় মানুষ চুরি, ডাকাতি কিংবা আর্থিক অপরাধে লিপ্ত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামে যাকাতের বিধান চুরি, ডাকাতি

87. Awdah, al-Tashrīul Zināee.., 1:90
88. 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমর রাদি.বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য অনুমতি চাইলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দেননি। কারণ তখন তাঁর বয়স ছিল যথাক্রমে ১৩ ও ১৪। কিন্তু খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়। আর তখন তাঁর বয়স ছিল ১৫। (Mohammad ibn Sàad, *al-Tabāqāt al-Qubrā* (Beirut: Dāru Sādir, ND), 4:143
89. Mohammad ibn Idrīs al-Shafī, *al-Umm* (Beirut: Dār al-M`arifah, 1393H.), 6:148
90. Alī ibn `Umar al-Dārā Kutni, *al-Sunan* (Beirut: Dār al-M`arifah, 1386H), H. No: 1

ঠেকানোর কার্যকর কৌশল। অনুরূপভাবে স্বচ্ছল ব্যক্তিও যেন আর্থিক অপরাধ থেকে বিরত রাখতে পারে সেলক্ষ্যে ইসলাম হালাল উপার্জন করাকে ফরয করে দিয়েছে[৯১] এবং অবৈধ পন্থায় উপার্জন করাকে হারাম করে দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ "তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দংশ জেনে-শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকগণের নিকট পেশ করো না।"[৯২]

- ব্যভিচার ও ধর্ষণের অপরাধের জন্য শাস্তির বিধানের পাশাপাশি ঘৃণ্য এ কাজের ধারে কাছেও যেতে নিষেধ করা হয়েছে ইসলামে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ "আর যিনার নিকটবর্তীও হয়ো না, এটি অশ্লীল এবং নিকৃষ্ট আচরণ।"[৯৩] এমনকি ব্যভিচার ও ধর্ষণের উদ্দীপক অশ্লীলতা থেকেও দূরে থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পবিত্র কুরআনে। অপরাধের উদ্দীপক কিংবা উপকরণে নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি অপরাধের আশঙ্কা রয়েছে এমন কাজ থেকেও সতর্কতা অবলম্বন করা হয় ইসলামে। বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তির কাছে কিছু শিশু জড়ো হতো। এ সংবাদ খলীফা 'উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে পৌঁছালে তিনি তা (এ ধরনের জমায়েত) থেকে নিষেধ করেন।[৯৪] অনুরূপভাবে নছর ইবনু হাজ্জাজ নামক এক ব্যক্তি কোনো অপরাধ না করা সত্ত্বেও তাকে ঘিরে নারীদের ফিতনায় পড়ার আশঙ্কায় 'উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাকে বসরায় নির্বাসন দিয়েছিলেন।[৯৫]
- মানবদেহের প্রতি আঘাত প্রচলিত ও ইসলামী উভয় আইনে ফৌজদারি অপরাধ। মানুষের প্রাণ, সম্পদ ও সম্মানের প্রতি অপরাধ প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ইসলামী আইনে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

«فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا»

"নিশ্চয় তোমাদের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান আজকের এই দিন, এই মাস এবং এই শহরের মতো তোমাদের একে অপরের নিকট পবিত্র (তথা ক্ষতি করা হারাম)।"[৯৬]

91. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة "হালাল উপার্জন করা ফরযের পর আরেকটি ফরয"। Abū Bakr Aḥmad ibn Ḥusayn ibn ʿAlī al-Bayhaqī, *Shu'ab al-Iman* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1410H.), H. No.: 8741
92. al-Qurān, 2 : 188
93. al-Qurān, 17 : 32
94. Ahmad ibn 'Abd al-Halīm ibn Taimiyyah, *al-Istiqāmah* (al-Madīnah al-Monawwarah, 1403H), 1:362
95. Ibn Taimiyyah, al-Siāsah al-Shar'iyyah fī Islāh al-Rā'ē wa al-Ra'ēyyah (Beirut: Dār al-Ma'rifah, ND), 159
96. al-Bukhārī, *al-Sahīh*, H. No. 67; Muslim, *al-Sahīh*. H. No.1218



অনুরূপভাবে কেউ যেন আঘাতের কোনো উপকরণও অপর ভাইয়ের দিকে তাক না করে সেজন্য সতর্ক করে দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

«لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار»

"তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র দিয়ে ইঙ্গিত না করে, কেননা সে জানে না; সম্ভবত শয়তান তার হাত পেয়ে বসবে (তাকে দিয়ে হত্যাকাণ্ড ঘটাবে)। অতঃপর তাকে জাহান্নামের গর্তে নিক্ষেপ করবে।"[৯৭]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, ইসলামী আইনে কেবল অপরাধের শাস্তির বিধান নয়; বরং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

### ৩.৬ অপরাধমুক্ত জীবন গঠনে ধর্মীয় মূল্যবোধ শক্তিশালী করা

অপরাধমুক্ত জীবন গঠনের লক্ষ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ শক্তিশালী করার প্রতি জোর দিয়ে থাকে ইসলাম। যেমন রহমান তথা মহান আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য অপরাধমুক্ত জীবন যাপন করাকে শর্তযুক্ত করে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾

"রহমানের বান্দাগণ ... এবং তারা আল্লাহর সঙ্গে কোনো ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে।"[৯৮]

মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি হলো গোপনে অপরাধ করলেও নিজেকে দীনের অনুসারী হিসেবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। কিন্তু ঈমানের গণ্ডির মধ্যে থাকতে হলে অপরাধমুক্ত থাকা অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن»

"কোনো ব্যভিচারী ব্যভিচার করার সময় মু'মিন থাকে না। কোনো মদ পানকারী মদ পান করার সময় মু'মিন থাকে না। কোনো চোর চুরি করার সময় মু'মিন থাকে না এবং কোনো ছিনতাইকারী এমনভাবে ছিনতাই করে যে, মানুষ তা দেখার জন্য চোখ সেদিকে উত্তোলিত করে; তখন সে মু'মিন থাকে না।"[৯৯]

রাসূল ﷺ সাহাবীদের কাছ থেকে অপরাধ না করার বিষয়ে বিভিন্ন সময় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করতেন। এক মজলিসে তিনি বলেন,

بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ ، وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ

97. al-Bukhārī, *al-Sahīh*, H. No. 6661
98. al-Qurān, 25 : 68
99. al-Bukhārī, *al-Sahīh*, H. No 6390

"তোমরা আমার নিকট এই মর্মে বায়'আত গ্রহণ কর যে, আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে না এবং সৎকাজে নাফরমানী করবে না।"[১০০]

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীসের আলোকে বলা যায়, ঈমানের পূর্ণতা ও আমলের গ্রহণযোগ্যতার জন্য অপরাধমুক্ত জীবন গঠন করা অপরিহার্য। ব্যক্তির অন্তরে এবিশ্বাস দৃঢ় করার মাধ্যমে তাকে অপরাধবিমুখ করার প্রচেষ্টা চালায় ইসলামী আইন। কিন্তু প্রচলিত আইনে ধর্মকে উপেক্ষা করায় এ ধরনের কোনো উদ্যোগ নেই।

## ৩.৭ বৈষম্যহীন বিচারব্যবস্থা

কারো প্রতি অনুরাগ কিংবা বিরাগ ন্যায়বিচারের পথে বাধা সৃষ্টি করে। এজন্য আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে কারও প্রতি দয়া প্রর্দশন কিংবা স্বজনপ্রীতির সুযোগ নেই ইসলামী আইনে। ব্যভিচারের শাস্তি বর্ণনা করার পর মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾

"আল্লাহর বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে"।[১০১]

বিচারকের নিরপেক্ষতা, বিচারের স্বচ্ছতা, সাক্ষ্য গ্রহণ, সাক্ষ্য প্রমাণের যথার্থতা নিরূপণ, অভিযুক্তের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রভৃতির মাধ্যমে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।[১০২] ইসলামী আইনে সাক্ষ্য প্রদান থেকে শুরু করে বিচারিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা পর্যন্ত আত্মীয়, অনাত্মীয়, ধনি, দরিদ্র সবার প্রতি সমান আচরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

"হে মু'মিনগণ, তোমরা ন্যায়বিচারে আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য সাক্ষীস্বরূপ দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকবে; যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীন হোক আল্লাহ উভয়রই ঘনিষ্টতর। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা প্যাঁচালো কথা বলো অথবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে (জেনে রেখ) তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন।"[১০৩]

100. al-Bukhārī, *al-Sahīh*, H. No 18
101. al-Qurān, 24 : 2
102. Abdullah Jahangir, "Islami Rastro o Islami Ain-Bichar," accessed May 11, 2018, https://www.hadithbd.com/showqa.php?d=6927
103. al-Qurān, 4 : 135



উক্ত আয়াতের অনুসরণে ইসলামী আইনে প্রত্যেকের প্রতি সমান আচরণ নিশ্চিত করা হয়েছে। অপরাধীকে আইন ও বিচারের আওতায় আনার ক্ষেত্রে সামাজিক পরিচয় কিংবা মর্যাদা বিবেচনায় কাউকে ছাড় দেওয়া হয়নি। ফলে প্রভাবশালী বলে কেউ অপরাধ চালিয়ে যেতে পারে না ইসলামী আইন অনুসৃত যুগে।

## ৩.৮ স্বাধীন বিচার বিভাগ

বাংলাদেশে নীতিগতভাবে বিচার বিভাগ স্বাধীন বলা হলেও প্রকৃত অর্থে কার্যকর নয়; এতে নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ সর্বজন বিদিত। বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে খিলাফাতে রাশেদার সময়কাল এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। খলীফা আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করে প্রশাসনিক বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করে দেন। 'উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সেটাকে যথারীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন এবং (খলীফা থাকাকালে) নিজে আদালতের কাঠগড়ায় হাজির হয়ে শাসন বিভাগের উপর বিচার বিভাগের প্রাধান্য কার্যত প্রতিষ্ঠা করেন।[১০৪]

খলীফা 'আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মিসরের গভর্নর মালিক ইবনু হারিসকে লেখা একটি চিঠিতে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, বিচার বিভাগকে অবশ্যই সকল প্রকার প্রশাসনিক চাপ থেকে প্রভাবমুক্ত থাকতে হবে এবং ষড়যন্ত্র ও দুর্নীতির উর্ধ্বে থেকে নির্ভয়ে ও কারো প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন না করে দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে।[১০৫]

ইসলামী আইনের অধীন সময়ে বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ স্বাধীন থাকার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো, আকরা' ইবনু হাবিস ও 'উয়াইনা ইবন হিছন আল-ফাযারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে খলীফা আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একটি পতিত জমি বরাদ্দ দেন। কিন্তু বিচারক 'উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করেন। এক্ষেত্রে 'উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু স্বীয় বিচারের যৌক্তিকতা তুলে ধরলে খলীফা আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেন এবং 'উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর সিদ্ধান্ত বহাল রাখেন।[১০৬]

## ৩.৯ কালের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ

ইসলামী আইন কালের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ আইনি ব্যবস্থায় পূর্ণাঙ্গ রূপ। যুগে যুগে আগত নবী রাসূলদের বিচারিক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় ইসলামী আইন পূর্ণতা লাভ করে। নবী রাসূলদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ছিল ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।মহান আল্লাহ বলেন,

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾

104. Muhammad Salahuddin, *Islame Manobadhikar* (Dhaka : Adhunik Prokashani, 2005), 272
105. Khorshid Ahmed (Tr.), *Hazrat `Alir (R.) Proshasanik Chity* (Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1986), 7
106. Dr. Ahmad Ali, *Khalīfatu Rasūlillah Abu Bakar as-Siddique (Ra.)*, (Dhaka: Bangladesh Islamic Centre, 2013), 345

> "নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাঁদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।"[১০৭]

নবী রাসূলদের বিচার কার্যক্রম স্ব স্ব যুগে সফলতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে। তাদের বিভিন্ন আইন ইসলামে বহাল রাখার পাশাপাশি তদানীন্তন সময়ের বিচার প্রক্রিয়া কুরআনে উল্লেখের মাধ্যমে ইসলামী আইনকে সমৃদ্ধ করা হয়েছে।[১০৮] যেমন কিসাস ও রজমের বিধান পূর্ববর্তী বিভিন্ন ধর্মব্যবস্থায় ছিল। পূর্ব ধারাবাহিকতায় এসব আইন বাস্তবায়নে প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জিত হয়।

### ৩.১০ স্বাভাবিক জীবনে ফেরার নিশ্চয়তা

প্রচলিত আইনি ব্যবস্থায় শাস্তি ভোগের পর অপরাধী অনেক সময় স্বাভাবিক জীবনে ফেরার পরিবেশ পায় না। ফলে কেউ কেউ হতাশা থেকে আবার অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে দণ্ডপ্রাপ্তকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় ইসলাম। সায়্যিদুনা আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর খিলাফতকালে আশ'আস ইবনু কায়স যখন মুরতাদ হিসেবে বন্দি হয়ে আসে এবং আন্তরিকভাবে তাওবা করে, তখন আবূ বাকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কেবল তার প্রাণই রক্ষা করেননি; বরং তার আবেদন অনুযায়ী তার বৈমাত্রেয় বোন উম্মু ফারওয়াহ রাদিআল্লাহু আনহা-কে তার সাথে বিয়ে দেন।[১০৯] অপরাধীর উপর শাস্তি কার্যকর করার পর ব্যক্তিকে অপরাধের দোষ থেকে মুক্ত মনে করে ইসলামী শরী'আত মনস্তাত্ত্বিকভাবে- যে পরিবেশের মধ্যে পড়ে সে অপরাধ করেছিল সেখান থেকে বের করে সেই পরিবেশের মধ্যে নিয়ে যেতে চায়, যেখানে সে স্বীয় মর্যাদার ব্যাপারে সচেতন হতে পারবে,[১১০] যা মূলত তাকে পবিত্রকরণ ও সংশোধনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

### ফলাফল ও সুপারিশমালা

ইসলামী ও প্রচলিত আইনের অধীন শাসনামলে অপরাধপ্রবণতার তুলনামূলক চিত্র পর্যালোচনা করে স্পষ্ট হয় যে, অপরাধ দমনে ইসলামী আইনের কৌশল অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও বাস্তবসম্মত। তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইসলামী আইন বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জও কম নয়। পক্ষান্তরে প্রচলিত আইনে অপরাধ নিয়ন্ত্রণমূলক শক্তিশালী বিভিন্ন ধারা থাকলেও নৈতিকতার অভাব ও আইন প্রয়োগের পথে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রচলিত আইন অপরাধ দমনে প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে পারছে না। এমতাবস্থায় নিম্নে কতিপয় সুপারিশ উপস্থাপন করা হলো:

---

107. al-Qurān, 57 : 25
108. কুরআনে উল্লিখিত কয়েকটি ন্যায়বিচারের ঘটনা হলো: বনী ইসরাঈল কর্তৃক গরুর বাছুর পূজার শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড (২: ৫৪), বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি কর্তৃক চাচাকে হত্যার রহস্য উদঘাটন (২: ৬৭-৭৩), ছাগল কর্তৃক খেত ধ্বংসের ঘটনায় সুলায়মান আ.-এর বিচার (২১:৭৮-৭৯), দুম্বা নিয়ে বিবাদমান দুটি পক্ষের মধ্যে দাঊদ আ. কর্তৃক বিচার (৩৮: ২১-২৬)।
109. Ahmad ibn `Alī ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, *al-Isabah fi tamyiz al Sahabah* (Beirut: Dār al-Jail, 1412H), 1:88
110. Dr, Ahmad Ali, *Islamer Sasti Aien* (Dhaka: Bangladesh Islamic Centre, 2015), 33



- ধর্মের চর্চা মানুষকে অপরাধ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। সুতরাং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধর্মের অনুশীলন করা অপরিহার্য। এজন্য ইসলামী আইন মেনে চলার প্রতি মানুষের মাঝে সচেতনতা তৈরি করতে হবে। বিশেষত ইসলামী দণ্ডবিধি সম্পর্কিত জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে সাধারণ মানুষের অন্তরে যে ভীতি রয়েছে তা দূরীকরণে ভূমিকা পালন করতে হবে।
- মানুষের বিবেকবোধ জাগ্রত করা যে, সে যেন বুঝতে সক্ষম হয়- তার অপরাধের ফলে কেবল ভিকটিম ক্ষতিগ্রস্থ হয় তা নয়; বরং সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, এমনকি অপরাধী এবং তার পরিবারও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আর এ ক্ষতি ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতেই।
- কেবল আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নয়; পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করার মাধ্যমে অপরাধের রেশ টেনে ধরতে হবে।
- অপরাধপ্রবণতার কারণ চিহ্নিত করে তা নিরসনে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে অপরাধীদের সহযোগী ও আশ্রয়দাতাদেরকেও আইনের আওতায় আনতে হবে।
- সকল প্রকার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হবে।
- ভুক্তভোগী কিংবা অভিযুক্ত যেই হোক না কেন, সবার প্রতি সুবিচার নিশ্চিত করতে হবে।
- কারাগারকে শাস্তির জায়গার পরিবর্তে সংশোধনাগারে পরিণত করতে হবে।
- ইসলামী আইনের সাথে সাংঘর্ষিক ধারাসমূহ বাতিলের মাধ্যমে প্রচলিত আইনে প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে।
- প্রচলিত ও ইসলামী আইনে পারদর্শী ব্যক্তিদের নিয়ে আইন ও বিচার বিভাগ ঢেলে সাজাতে হবে।

### উপসংহার

অপরাধপ্রবণতা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে অরাজকতা সৃষ্টি করে। ফলে তা রোধকল্পে যুগে যুগে সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রণীত হয়েছে বিভিন্ন আইন। আবহমান কাল থেকে এ জনপদেও আইনি মর্যাদাসম্পন্ন অপরাধ প্রতিরোধী বিভিন্ন প্রথা ছিল। মুসলিম শাসনামলে ইসলামী আইন অনুসরণের ফলে অপরাধের যে নিম্নমুখী প্রবণতা তৈরি হয়েছিল পরবর্তীকালে তা অক্ষুণ্ন থাকেনি। ইংরেজগণ এ অঞ্চলের ক্ষমতা দখলের পর থেকে আইন ও বিচার বিভাগকে নিজেদের মতাদর্শ অনুযায়ী ঢেলে সাজান। অপরাধ দমনে প্রচলিত অধিকাংশ আইন বৃটিশ আমলে প্রণীত হওয়ায় এতে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটেনি। তাছাড়া সঠিক প্রয়োগের অভাবেও প্রচলিত আইনের অনেক ভালো দিক অপরাধ দমনে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি। এক্ষেত্রে ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্য হলো, এতে ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করার মাধ্যমে ব্যক্তিকে অপরাধবিমুখ করা হয়েছে। কুপ্রবৃত্তির প্রভাবে কেউ অপরাধ করলেও পরকালে জবাবদিহিতার ভয়ে নিজেকে আইনের নিকট সোপর্দ করার মতো প্রজন্ম তৈরি করতে

সক্ষম হয়েছে ইসলামী আইন। অপরাধ দমনে ইসলামী আইন নির্দিষ্ট কোনো সময় বা গোষ্ঠী বিশেষের স্বার্থ রক্ষা করে নয়; বরং সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ বয়ে আনে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে এ আইন বাস্তবায়িত হলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে এবং অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনের পথ ত্বরান্বিত হবে। অনুরূপভাবে প্রচলিত আইন বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা দূর করতে পারলে তাতেও অপরাধ দমনে একটি সুযোগ তৈরি হবে।

**Bibliography**


Al-Qurān

`Awdah, `Abdul Qādir, *al-Tashrīul Zināee,* Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah,

al-Asbahānī, Abū Nuàim Ahmad ibn Àbdullah, *Tasbītul Imāmah wa Tartībul Khilāfah*Beirut: Dār al-Imāmi Muslim lin-Nashrī wat-Tawjée, 1407H.

al-ʿAsqalānī, Ahmad ibn `Alī ibn Ḥajar, *al-Isabah fi tamyiz al Sahabah,* Beirut: Dār al-Jail, 1412H.

al-Bayhaqī, Abū Bakr Aḥmad ibn Ḥusayn ibn ʿAlī, *Shu'ab al-Iman*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1410H.

al-Bukhārī, Muhammad ibn Ismā'īl *al-Sahīh*,Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987.

al-Dārā Kutni, `Alī ibn `Umar, *al-Sunan*, Beirut: Dār al-M`arifah, 1386H, al-Asrhibah,

al-Humaydi, Muhammad ibn Futūh, *al-Jam'u Bain al-Sahīhain al-Bukhāri wa Muslim.* Beirut: Dār al-Nasr, 1423H.

Ali, Dr, Ahmad, *Islamer Sasti Aien*, Dhaka: Bangladesh Islamic Centre, 2015.

Ali, Dr. Ahmad, *Khalīfatu Rasūlillah Abu Bakar as-Siddique (Ra.)*, Dhaka: Bangladesh Islamic Centre, 2013.

al-Shafī, Mohammad ibn Idrīs, *al-Umm*, Beirut: Dār al-M`arifah, 1393H.

al-Tabāri,Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir, *Tarikh al-Umam wa'l muluk,* baitul afkar ad dauliyah.

al-Wad`an, Dr. Ibrāheem ibn Fahad, *al-`Af`u `anil `Uqūbah wa Asrohū bain al-Shari`ah wal Qanūn*, 2002.

*Annual Drug Report Bangladesh- 2018.* Department of Narcotics Control, Ministry of Home Affairs, Bangladesh.

*Annual Reports 2017-2018*, Public Security Division, Ministry of Home Affairs, 2019.

Bangladesh Criminal justice through the prism of capital punishment and the fightagainst terrorism, FIDH and Odhikar, Dhaka.

*Bangladesh Police Ordinance 2007*.

Bangladesh Police, *District & Upazila Level Offices Service Profile*, June 2015.

*Bangladeshe Nari o Kannaya Nirjaton Chitro : 2017*, Dhaka : Bangladesh Mohila Porishad.

*Bishes Croudpatro*, Police Saptaho, 2019 & 2022.

Code of Criminal Procedure- 1898

Dīnawarī, Abū Ḥanīfa Aḥmad ibn Dāwūd, *al-Aḫbār al-ṭiwāl,* Mawqaù Ya`sub, 1912.

*Hazrat `Alir (R.) Proshasanik Chity* (Tr. By Khorshid Ahmed), Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1986.





Hoque, Justice Kazi Ebadul, *Administration of Justice in Bangladesh*, Dhaka : Hakkani Publishers, 2012.

ibn Abd al-Barr, Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad,*Al-Isti`ab fi Ma`rifat al-Ashab*, Beirut: Dār al-Jail, 1412H.

ibn al-Jawzī, *Manāqibu Amīr al Muminīn `Umar ibn al-Khattāb*, Alexandria: Dār ibn khaldūn.

ibn Sàad, Mohammad, al-Tabāqāt al-Qubrā, Beirut: Dāru Sādir.

ibn Taimiyyah, Ahmad ibn 'Abd al-Halīm, *al-Istiqāmah*, al-Madīnah al-Monawwarah, 1403H.

ibn Taimiyyah, *al-Siāsah al-Shar'iyyah fī Islāh al-Rā'ē wa al-Ra'ēyyah*. NP: Dār al-Ma'rifah.

Islam, Sirazul (ed), *Banglapedia*, Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 2004.

Karzon, Sheikh Hafizur Rahman, *Theoretical and Applied Criminology*, Dhaka : Palal Prokashoni, 2011.

Muslim, Abū al-Husain ibn Hajjāj.*al-Sahīh*.Beirut: Dār al-Jai, ND.

*Population & Housing Census 2022*. Dhaka : BBS, 2022.

*Prison Population Statistics- 2017*, Department of Prisons, Bangladesh. V. 01, Feb. 2017.

Rahman, Gazi Shamsur, *Aporadbidda*, Dhaka : Khosroz Kitab Mohol, 2016.

*Report of The Judiciary Reform Commission*, 31 January 2025.

*Report of ThePolice Reform Commission*,15 January 2025.

*Rule of Law Index 2024*, World Justice Project, USA.

Salahuddin, Muhammad, *Islame Manobadhikar*, Dhaka : Adhunik Prokashani, 2005.

Sallabi, Dr. Ali Muhammad, (tr.) *Umar ibnul Khattab : Jibon o Karmo*, Dhaka : Maktabatul Furqan, 2018.

*Strategic Plan 2018-2020*, Bangladesh Police.

Thakur, B. Gen. MD tajul Islam, Urban Crime In Bangladesh: Implications for non Traditional Security Threat inSelected Slums in Dhaka City, *ndcjournal*, 2018.

*The Children Act*, 2013.

The Constitution of the people's Republic of Bangladesh

*The Daily Inqilab, The Daily Ittefaq,The Daily Jugantor*,*The Daily Kaler Kantho, The Daily Prothom Alo*,*The Daily Samakal*, *The Daily Star.*

https://assignmentpoint.com/problems-or-obstacle-to-the-criminal-justice-system- of-bangladesh/

https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/f69wsjjflo

https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp?title=2024,

https://www.dw.com/bn/

www.lc.portal.gov.bd>reports

http://odhikar.org/statistics/statistics-on-deth-penalty

https://www.dhakatimes24.com/2021/09/23/231367

https://www.jagonews24.com/law-courts/news/767811

https://detective.police.gov.bd/epaper/

www.adb.org/publications/basic-statistcs-2021

https://static.alukah.net/Researches/Files/Rsrch_813

https://www.hadithbd.com/showqa.php?d=6927